শিক্ষাবিজ্ঞান

তৃতীয় বিভাগ

শিক্ষাপ্রণালী

[দ্বিতীয় খণ্ড]

সংস্কৃত শিক্ষা চতুর্থ ভাগ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্, এ,

অধ্যাপক—রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ, কলিকাতা

CALCUTTA

Chuckervertty, Chatterjee & Co.,

63, Harrison Road.

১৩১৯

OPINION

OF

BABU SRISH CHANDRA BASU, B. A.

Of the Provincial Civil Service, (U. P.), Author of the *Ashtadhyai of Panini,* (M. A. Text-Book, London University) and Translator (and annotator) of Bhattaji Dikshita's *Siddhanta Kaumudi,* the *Upanishads, Vedanta Sutra* and the *Mitakshara* in the Sacred Books of the Hindus Series.

The scheme of Sanskrit works in Professor Benoy Kumar Sarkar's pedagogic series is based on the conception that any language, whether inflectional or analytical, living or dead, can be learnt exactly in the method in which the mother-tongue is acquired. No preliminary training in the generalisations and definitions of grammar is therefore required, and the student may be at once introduced to the *sentence* as the unit of thought and expression.

By a skilful and systematic application of this method, Professor Sarkar has been able to build up, through lessons and exercises in translation, conversation, questions and answers, and correction of errors, a text book in Sanskrit which serves the *double purpose* of a guide to composition and a series of primers on Sanskrit literature. From this series of books the reader can master not only the necessary rules of Sanskrit Grammar, but also will be familiar with some of the most important passages of standard classics, *e.g.*

Raghu-vansam, *Kumar-sambhavam*, *Ramayanam* and *Manu Sanhita*, adaptations or originals of which the author has incorporated in his book as specimens of narrative, historical, poetical and other styles.

In applying to the study of Sanskrit principles and methods that have been utilised in modern languages in Europe, Professor Sarkar has demonstrated, through practical illustrations, lesson by lesson, that the most highly inflectional languages may, with considerable economy of time and labour and other pedagogic advantages, be reduced to the same method of teaching and treatment, as those languages which are not bound hard and fast by Grammar. To all students of Sanskrit language and literature, Professor Sarkar's series cannot but be eminently useful and instructive; and scholars interested in the art of teaching and the history of Sanskrit learning cannot but note the considerable improvement on the existing readers and primers that are in most cases mere imitations or occasional modifications of the really original works of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagara C.I.E.— whose genius succeeded in simplifying and adapting Panini for the use of students in Bengal.

The method of the pioneer of Sanskrit learning can no longer be profitably used under the altered conditions of the times; and it is desirable that the new method should have a fair trial in our secondary schools in the interest of educational reform.

SRISH CHANDRA BASU.

FORE WORD

[BY DR. BRAJENDRA NATH SEAL, M. A., Ph. D.]

Professor Benoy Kumar Sarkar's scheme of educational works is based on sound and advanced ideas of Educational Science, and, as such, is well calculated to impart a valuable stimulus to the diffusion of culture in the country. Professor Sarkar's notes on **Mediæval** and **Modern History** on **Economics**, and on **Politics**, show wide knowledge of the subject matter, and are evidently the outcome of a mind trained in habits of clear, patient, and accurate thinking. His brochure on the **Study of Language** may serve as a useful summary of present-day ideas on the subject, and he has given practical illustrations of some of these in his **Lessons on English** and on **Sanskrit**, which, so far as they go, specially the latter, are an improvement on existing Guides and Handbooks. Professor Sarkar's programme is certainly

an ambitious one, but he is fully qualified to carry it out; and there can be no doubt that it will be found to be a healthy and stimulating force in the Indian educational world of to-day, especially with the correction and expansion it must receive in the light of practice and experience.

CALCUTTA,
The 25th May, 1911.

BRAJENDRA NATH SEAL,
Principal, Victoria College
COOCH BEHAR.

নিবেদন

নানা কারণে আধুনিক কালে শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে সভ্যজগতের এমন এক অবস্থা ছিল যখন কেবল ধর্ম্ম এবং ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাই শিক্ষার্থীর একমাত্র সাধনা ছিল। ক্রমশঃ মানবসমাজ যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে কেবলমাত্র ধর্ম্ম, ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিলেই জীবনের সর্ব্ববিধ অভাব মোচন হয় না। এখন বাহ্য জগতের নিয়মগুলি আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা যে সমুদয় নূতন বিদ্যার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সেই বিজ্ঞানসমূহের সত্যগুলি আয়ত্ত করিতে না পারিলে মানবের যথেষ্ট অজ্ঞতা থাকিয়া যায়। কাজেই বিজ্ঞান আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত, বর্ত্তমান জগতের জীবন সংগ্রামোপযোগী বিবিধ অস্ত্রের অধিকারী হইবার জন্য আধুনিক শিল্পপ্রথা এবং ব্যবসায়পদ্ধতিও শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ফলতঃ, বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষার্থীর পক্ষে সাহিত্যের সঙ্গে সমানভাবে প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা বাড়িয়াছে বটে; কিন্তু এই সমুদয় শিক্ষা করিবার উপযোগী সময় শিক্ষার্থীর পক্ষে সমানই রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে সময়ের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া শিক্ষার্থী সংসারের জীবনসংগ্রামোপযোগী বিবিধ উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইত, এখনও তাহাকে সেই পরিমাণ সময়ের মধ্যেই আধুনিক কালের অনুরূপ উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিতে হয়। কাজেই অধ্যয়ন ও

অধ্যাপনার বিশিষ্ট উপায় উদ্ভাবন আধুনিক কালের চিন্তাজগতের প্রধান কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। যে প্রণালীতে অল্প সময়ে বহু বিষয় আয়ত্ত করিতে পারা যায় সেরূপ প্রণালী অবলম্বন না করিলে আজকাল জীবনের উন্নতি আশা করা বৃথা। আর, বাস্তবিক, সময় লাঘব করিয়া মানবের শক্তিগুলি বহুবিধ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার সুবিধা সৃষ্টির জন্যই প্রাচীন ও মধ্য যুগের অধ্যয়নপ্রণালী ও চিন্তাপদ্ধতি পরিহার করিয়া নূতন নূতন শিক্ষাপ্রণালী আবিষ্কারের প্রয়োজন উপস্থিত এবং প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়াছে।

সুতরাং অধ্যয়নের যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের কোনও এক বিভাগ আয়ত্ত করিতেই চিরজীবন কাটিয়া যাইত, অথবা সাতবৎসরব্যাপী পরিশ্রমের পর, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রঘুবংশের সাতসর্গ মাত্র কোনরূপে মুখস্থ করিবার শক্তি জন্মিত সেই প্রণালী এখন আর কোন মতেই কালোপযোগী হইতে পারে না। এমন এক শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে যাহার দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিবার প্রয়াসের মধ্যে পরস্পরসহায়ক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার দ্বারা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদি শিক্ষা, এবং বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদি শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার লাভ হয়।

এই শিক্ষাপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ **শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকায়** প্রদত্ত হইয়াছে এবং মৎপ্রণীত **সাধনা** নামক বিবিধ প্রবন্ধ বিষয়ক গ্রন্থে স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। তাহারই বিশদ আলোচনা **শিক্ষাপ্রণালীর** অন্তর্গত নূতন এক গ্রন্থে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

সেই প্রণালী ভাষাসমূহে প্রয়োগ করিতে হইলে যে যে নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে সেই নিয়মগুলি আলোচনা করিয়া **ভাষাশিক্ষা**

নামক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশিত করা হইয়াছে। **সংস্কৃত-শিক্ষা** এবং **ইংরাজীশিক্ষা** নাম দিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইল তাহাদের আলোচ্য বিষয়ের যুক্তিগুলি **ভাষাশিক্ষায়** সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থখানি এই পুস্তকগুলির সাধারণ ভূমিকাস্বরূপ লিখিত।

এই পুস্তকগুলিতে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া ফললাভ করা গিয়াছে। আশা করা যায়, অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যে পরিমাণ সংস্কৃত সাহিত্য বি, এ, পরীক্ষার জন্য পাঠ করিতে হইয়া থাকে, এই প্রণালী অবলম্বিত হইলে, সেই পরিমাণ আয়ত্ত করিতে সর্ব্বসমেত পাঁচ বৎসরের অধিক লাগে না; ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ না করিয়াও ভাষায় অধিকার জন্মে, এবং বাক্য রচনা প্রণালী অভ্যাস করিতে করিতেই উন্নত কাব্য ও গদ্য সাহিত্যে প্রবেশ লাভ হয়। ভরসা করি, বিদ্বন্মণ্ডলী একবার ইহার যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়া দেখিবেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্তযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যতীর্থ মহাশয় সংস্কৃত পুস্তকগুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে মার্জ্জিত করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। যাঁহারা এই পুস্তকগুলি ব্যবহার করিতে করিতে অসাবধানতা বা অজ্ঞতাপ্রসূত অথবা আলোচনা-প্রণালী-গত ভ্রমাদি লক্ষ্য করিবেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইয়া সাহায্য করিলে উপকৃত ও বাধিত হইব।

বৈশাখ, ১৩১৮ সাল,
কলিকাতা।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

সূচীপত্র

সপ্তম অনুশীলন

ভুদাদি ও ভ্বাদিগণীয় ধাতুর বিধিলিঙ্গ বিভক্তির ব্যবহার

অষ্টম অনুশীলন

প্রত্যয়ান্ত ধাতুর ব্যবহার

Printed at the "COTTON PRESS" by Jyotish Chandra Ghosh
57, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

সংস্কৃত শিক্ষা চতুর্থ ভাগ

বাক্য-রচনা

সপ্তম অনুশীলন

তুদাদি ও ভ্বাদিগণীয় ধাতুর বিধিলিঙ্গ বিভক্তির ব্যবহার

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম পুরুষ

প্রথম অধ্যায়

পরস্মৈপদী ধাতু

। तृष्णार्त्तः जलं पिबेत्	তৃষ্ণার্ত্তের জল পানকরা উচিত।
वधूः साधुं अर्च्चेत्	বধূর সাধুকে পূজা করা উচিত।
शिष्यः अध्यापकान् न निन्देत्	শিষ্যের অধ্যাপককে নিন্দা করা উচিত নহে।
ब्रह्मचारी असंयमं परित्यजेत्	ব্রহ্মচারীর অসংযম পরিত্যাগ করা উচিত।
। शिशू हसेतां	শিশুদ্বয়ের হাস্য করা উচিত।
बालकौ पुस्तकानि पठेतां	বালকদ্বয়ের পুস্তকসমূহ পাঠ করা উচিত।
तौ धेन्वासह गच्छेतां	তাহাদের দুইজনের ধেনুর সহিত গমন করা উচিত।

ऋषी ऋचः सृजेतां	ঋষিদ্বয়ের ঋক্‌সমূহ সৃষ্টি করা উচিত।
৩। ते गच्छेयुः	তাহাদের গমন করা উচিত।
बालिकाः पुष्पाणि विकिरेयुः	বালিকারা পুষ্পসমূহ বিকিরণ করুক।
मुनिपुत्राः जीवेयुः	মুনিপুত্রগণের জীবিত থাকা উচিত।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটী বাক্য রচনা কর—**मनेत्, मर्षेतां, विकिरेयुः, वितरेयुः, जिघ्रेत्, स्पृशेयुः, पिबेतां, दशेयुः, दहेत, ध्मायेतां, जयेयुः, जवेतां, वहेयुः**।

৫। সংস্কৃত কর—

হে ভগবন্! মানবরূপ ধারণ করিয়া আপনি যজ্ঞ হন্তাকে পীড়ন করুন।

অনাসক্ত হইয়া মানবের সুখভোগ করা উচিত।

ধেনু চলিলে রাজার চলা উচিত, বসিলে বসা উচিত, জল পান করিলে পান করা উচিত।

দূরগামী রাজগণের মন্ত্রীদিগের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করা উচিত।

মুনিকন্যারা যেন জলসেকের পর বৃক্ষ সমূহ ত্যাগ করেন।

রথ হইতে অবতরণকালে ঊর্দ্ধদিকে দেখা উচিত নহে।

শিষ্যেরা গুরুদ্বয়ের পদে প্রণাম করুক।

আতিথ্যশান্ত হইলে রাজাকে তিনি যেন রাজ্যকুশল জিজ্ঞাসা করেন।

আপনার মন্ত্রসমূহ আমার অদৃশ্য শত্রুগুলি সংহার করুক।

আপনি রক্ষক থাকিতে আমার গৃহ কেন নিরাপদ থাকিবে না?

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্মনেপদী ধাতু

১। শিশুঃ পিতরং ঈক্ষেত — শিশুর পিতাকে দেখা উচিত।

পিতা পুত্রং স্বজেত — পিতা পুত্রকে আলিঙ্গন করুণ।

পার্ব্বতী হরং উদ্বহেত — পার্ব্বতী হরকে বিবাহ করুন।

ছাত্রঃ পাঠং আরভেত — ছাত্রের পাঠ আরম্ভ করা উচিত।

২। অমূ চেষ্টেয়াতাং — তাহারা দুইজন চেষ্টাকরুন।

ধার্ম্মিকৌ যশঃ লভেয়াতাং — ধার্ম্মিকদ্বয় যশ লাভ করুন।

বালিকে স্ময়েয়াতাং — বালিকাদ্বয়ের হাস্যকরা উচিত।

বর্ষায়াং নদ্যৌ এধেয়াতাং — বর্ষাকালে নদীদ্বয়ের বৃদ্ধিপাওয়া উচিত।

৩। গুণবন্তঃ যশাংসি লভেরন্ — গুণবান্‌দিগের যশলাভ করা উচিত।

ব্রহ্মচারিণো দীক্ষেরন্	ব্রহ্মচারীরা দীক্ষা প্রাপ্ত হউন।
রোগিণঃ ঔষধং স্বদেরন্	রোগিদিগের ঔষধ স্বাদ করা উচিত।
চরিত্রবন্তঃ পুত্রশোকং সহেরন্	চরিত্রবান্দিগের পুত্র শোক সহ্য করা উচিত।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটী বাক্য রচনা কর—শিক্ষেয়াতাং, এধেরন্, লভেত, উদ্বহেরন্, বর্দ্ধেত, শোভেরন্, কম্পেয়াতাং, শ্লাঘেত, সেবেরন্, যতেয়াথাং, মোদেত, চেষ্টেরন্, গাহেয়াতাং, শঙ্কেরন্, প্রথেরন্, প্রসেত।

৫। সংস্কৃত কর—

এই নগরটী বিখ্যাত হউক। কাপুরুষদিগের ব্যাঘ্র হইতে ভয় করা উচিত। পণ্ডিতদ্বয় শাস্ত্রসমূহ গাহন করুণ। সকলের বুদ্ধিমান্ লোককে শ্লাঘা করা উচিত। পুত্রহীন আমাকে দেবগণের দয়াকরা উচিত। তাঁহারা যেন আশ্রমে থাকেন (বর্ত্তেরন্) তাঁহাদের সাধুগণকে সেবা করা উচিত। মুণিপুত্রেরা বেদশিক্ষা করুণ। সেই রাজ্যটী বিস্তৃত হউক।

৬। শুদ্ধ কর-

(ক) বালকঃ গ্রামং গচ্ছেত, ব্রহ্মচারিণঃ দীক্ষেয়ুঃ, ভৃত্যৌ কর্ম্মাণি আরভেতাং, তে মুনিকন্যাঃ উদ্বহেয়ুঃ, প্রদীপৌ বর্দ্ধেতাং, বালকৌ পুস্তকানি পঠেয়াতাং।

(খ) রোগী ঔষধং স্বদেয়াতাং, তৌ পণ্ডিতান্ শ্লাঘেত, চরিত্রবন্তঃ পুত্রশোকং সহেত, মুনিকন্যাঃ বৃক্ষান্ পশ্যেতাং।

তৃতীয় অধ্যায়

উভয়পদী ধাতু

১।	पाचकः मत्स्यान् भृज्जेत् (त)	পাচক মৎস্য ভাজুক।
	कर्षकः वृक्षं लुम्पेत् (त)	কৃষক বৃক্ষ কর্ত্তন করুক।
	दुर्ब्बलः महान्तं आश्रयेत् (त)	দুর্ব্বল মহান্‌কে আশ্রয় করুক।
	सः वृक्षान् सिञ्चेत् (त)	সে বৃক্ষ সমূহ সিক্ত করুক।
২।	रजकौ वस्त्राणि रञ्जेतां(यातां)	রজকদ্বয় বস্ত্রগুলি রঞ্জিত করুক।
	अतिथी धनं याचेतां (यातां)	অতিথিদ্বয় ধন প্রার্থনা করুন।
	क्षेत्रपती भूमिं कर्षेतां (यातां)	ক্ষেত্রপতিদ্বয় ভূমিকর্ষণ করুন।
	राजानौ बद्धान् मुञ्चेतां (यातां)	রাজাদ্বয় বদ্ধগণকে মুক্ত করুন।
৩।	पुरोहिताः देवान् यजेयुः (रन्)	পুরোহিতগণ দেবদিগকে পূজা করুন।
	दरिद्राः धनवन्तः आश्रयेयुः(रन्)	দরিদ্রগণের ধনীদিগকে আশ্রয় করা উচিত।
	व्यसनानि मानवं तुदेयुः (रन्)	ব্যসনসমূহ মানবকে কষ্ট-দান করুক।

गृहस्थाः दरिद्रान् भरेयुः (रन्) গৃহস্থেরা দরিদ্রগণকে ভরণ করুণ।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটী বাক্য রচনা কর—**भृञ्जेयुः, सिञ्चेरन्, लुम्पेतां, मुञ्चेयातां, लिम्पेरन्, तुदेत, यजेरन्, रजेयातां, भजेयुः, श्रयेत्, आदिशेयुः।**

৫। শুদ্ধ কর—

ते भृत्यान् आदिशेत्, भृत्यः चन्दनं लिम्पेरन्, राजानः चौरान् मुञ्चेयातां, चन्द्रमाः त्विषेरन्, स मां भरेयुः, अतिथिः धनं याचेयुः।

৬। সংস্কৃত কর—

ক্ষেত্রস্বামীদিগের যথাসময়ে বীজ বপন করা উচিত।

শিষ্যেরা সমিধ্‌সমূহ আহরণ করুক।

অসহায়দ্বয় যেন একবার রাজাকে আশ্রয় করে।

ভৃত্যগণ ভারবহন করুক।

আমাদিগকে কাহারা আদেশ করিবেন?

তন্তুবায়েরা যেন আমাদের জন্য পাঁচখানি বস্ত্র বয়ন করে।

তাহারা যেন তোমাদিগকে কষ্টদান করে।

কাহাদের বস্ত্র রঞ্জিত করা উচিত।

তাঁহারা যেন দেবগণকে পূজা করেন।

সাধুদিগের চন্দন দ্বারা গাত্র লিপ্ত করা উচিত।

শুক্লপক্ষে চন্দ্রের দীপ্ত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উত্তম পুরুষ

প্রথম অধ্যায়

পরস্মৈপদী ধাতু

১। অহং তত্র গচ্ছেয়ং	আমার সেইখানে যাওয়া উচিত।
অহং যশঃ ইচ্ছেয়ং	আমার যশ ইচ্ছা করা উচিত।
অহং ফলানি খাদেয়ং	আমার ফল খাওয়া উচিত।
অহং জয়েয়ং	আমার জয়লাভ করা উচিত।
২। আবাং শাস্ত্রাণি মনেব	আমরা দুইজন শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করি।
আবাং পক্ষিণঃ পশ্যেব	আমরা দুইজন পক্ষিগুলিকে দেখি।
আবাং পুষ্পাণি বিকিরেব	আমাদের দুইজনের পুষ্প সমূহ বিকিরণ করা উচিত।
আবাং গন্ধং জিঘ্রেব	আমাদের দুইজনের গন্ধ আঘ্রাণ করা উচিত।
৩। বয়ং হসেম	আমাদের হাস্য করা উচিত!
বয়ং দেবান্ স্পৃশেম	আমাদের দেবগণকে স্পর্শ-করা উচিত।
বয়ং দুগ্ধং পিবেম	আমাদের দুগ্ধপান করা উচিত।
বয়ং মজ্জেম	আমরা মগ্ন হই।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটী বাক্য রচনা কর—**পিবেব, গচ্ছেম, মনেয়ং, সৃজেম, দহেম, দশেয়ং, জীবেবং, স্পৃশেয়ং, কিরেয়ং।**

৫। সংস্কৃত কর—

আমাদের পর্ব্বতগমন করা উচিত।

আমাদের দুইজনের তাহাদিগকে প্রশ্ন করা উচিত।

আমি তোমাদিগকে প্রশ্ন করি।

ধেনু চলিলে আমার চলা উচিত, বসিলে আমার বসা উচিত।

আমাদের সেই দৃশ্য সমূহ দেখা উচিত।

সুদক্ষিণা যেন প্রতিদিন বিধি অনুসারে ধেনু পূজা করেন।

আমার সন্ধ্যাকালে ধেনু মুক্ত করা উচিত।

আমি জীবিত থাকিলে অসংখ্য প্রজা রক্ষা করিতে পারি।

আমরা দুইজন এই গরুকে হরণ করিব।

এই উপায় অবলম্বন করিলে আমরা দুইজন যশস্বী হইতে পারি।

আমাদের তাহার প্রতি দয়ালু হওয়া উচিত।

আমি এই স্থানেই যেন থাকি।

বৎসের পান করা হইয়া গেলে আমার পান করা উচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্মনেপদী ধাতু

১। अहं भृत्यान्तिजेय	আমার ভৃত্যাদিগকে ক্ষমা করা উচিত।
अहं शिक्षेय	আম কর. উচিত।
अहं ईहेय	আমার চেষ্টা করা উচিত।
अहं समुद्रं ईक्षेय	আমি সমুদ্র দেখিব।
अहं तान् कत्थेय	আমার তাহাদিগকে প্রশংসা করা উচিত।
২। आवां शिशून् आदरैवहि	আমরা দুইজন শিশুগণকে আদর করি।
आवां कार्य्य आरभेवहि	আমরা দুইজন কার্য্য আরম্ভ করি।
आवां दीक्षेवहि	আমাদের দুইজনের দীক্ষালাভ করা উচিত।
आवां तान् ईजेवहि	আমাদের দুইজনের তাহাদিগকে কুৎসা করা উচিত।
৩। वयं धनानि लभेमहि	আমাদের ধনলাভ করা উচিত।
वयं युष्मान् स्वजेमहि	আমাদের তোমাদিগকে আলিঙ্গন করা উচিত।

বয়ং পণ্ডিতান্ শ্লাঘেমহি — আমাদের পণ্ডিতগণকে প্রশংসা করা উচিত।

বয়ং স্ময়েমহি — আমাদের হাস্য করা উচিত।

বয়ং নিন্দুকান্ গর্হেমহি — আমরা নিন্দুকগণকে মিন্দা করি।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটী বাক্য রচনা কর—**ঈক্ষেবহি, ঈহেমহি, মষেয়, ভিক্ষেমহি, আদদীয়, ম্রক্ষেমহি, গাহেয়, উদ্বহেয়মহি, কত্থেমহি, মানেয়, সেবেমহি, নিজেমহি।**

৫। শুদ্ধ কর—

(ক) অহং পণ্ডিতান্ শ্লাঘেয়, আবাং অপরাধিন: বিজেব, বয়ং বেদান পঠেমহি, অহং অন্নং খাদেয়, আবাং শাস্ত্রাণি মনেব, বয়ং পুষ্পাণি জিঘ্রেমহি।

(খ) আবাং যশ: লভেমহি, অহং শিশূন্ আদদীবহি, বয় তত্র গচ্ছেয়, অহং যুষ্মান্ গর্হেমহি।

৬। সংস্কৃত কর--

আমাদের শঙ্কা করা উচিত।

আমার তাহাদিগকে সেবা করা উচিত।

আমাদের দুইজনের শাস্ত্রসমূহ গাহন করা উচিত।

আমাদের বিদুষীগণকে সম্মান করা উচিত।

আমাদের দ্রব্যজাত সমূহ বিনিময় করা উচিত।

আমার চেষ্টা করা উচিত।

আমাদের তাহাদিগকে আলিঙ্গন করা উচিত।

আমার মধু আস্বাদন করা উচিত।

তৃতীয় অধ্যায়

উভয়পদা ধাতু

১।	अहं गात्रे चन्दनं लिम्पेयं (य)	আমি গাত্রে চন্দন লিপ্ত করি।
	अहं वस्त्रं वयेयं (य)	আমার বস্ত্র বয়ন করা উচিত।
	अहं वृक्षान् लिम्पेयं (य)	আমার বৃক্ষসমূহ কর্ত্তন করা উচিত।
	अहं त्वां भजेयं (य)	আমি তোমাকে আশ্রয় করি।
২।	आवां लाजान् भृज्जेव (वहि)	আমাদের দুইজনের লাজ (খৈ) ভাজা উচিত।
	आवां बद्धान् मुञ्चेव (वहि)	আমাদের দুইজনের বদ্ধদিগকে মুক্তকরা উচিত।
	आवां महतः आश्रयेव (वहि)	আমাদের দুইজনের মহান্‌গণকে আশ্রয়করা উচিত

आवां धनानि गुहेव (वहि) — আমাদের ধন গোপন করা উচিত।

৩। वयं वृक्षान् सिञ्चेम (महि) — আমাদের বৃক্ষসমূহ সিক্ত করা উচিত।

वयं वस्त्राणि रजेम (महि) — আমাদের বস্ত্র সমূহ রঞ্জিত করা উচিত।

वयं भृत्यान् आदिशेम (मवि) — আমরা ভৃত্যগণকে আদেশ করি।

वयं तान् भजेम (महि) — আমরা তাহাদিগকে আশ্রয় করি।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটা বাক্য রচনা কর — आदिशेय, भजेवहि, मुञ्चेमहि, श्रयेव, तुदेमहि, याचेय, रजेव, सिञ्चेम, खनेमहि, भरेव।

৫। শুদ্ধ কর—

अहं ब्राह्मणान् भजेमहि, आवां धनानि याचेय,
वयं वस्त्राणि रजेव, अहं वृक्षान् लुम्पेव,
आवां लताः सिञ्चयं, वयं वस्त्राणि वयेय।

৬। সংস্কৃত কর—

আমাদের সমিধ্ সমূহ আহরণ করা উচিত।
আমি বীজ সমূহ বপন করি।
আমাদের দুইজনের তাহাদিগকে ভরণ করা উচিত।
আমার তাহাকে আশ্রয় করা উচিত।

আমাদের তাহাদিগকে আদেশ করা উচিত।
আমাকে বস্ত্র সমূহ রঞ্জিত করিতে হইবে।
আমাদিগকে ধন ভিক্ষা করিতে হইবে।
আমাকে গর্ত্ত খনন করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মধ্যম পুরুষ

প্রথম অধ্যায়

পরস্মৈপদী ধাতু

১।	त्वं गृहं गच्छेः	তোমাকে গৃহে যাইতে হইবে।
	त्वं हसेः	তুমি হাসিও।
	त्वं वेदान् पठेः	তোমার বেদসমূহ পাঠ করা উচিত।
	त्वं मज्जेः	তুমি মগ্ন হইবে।
২।	युवां शास्त्राणि मनेतं	তোমরা দুইজন শাস্ত্র সমূহ পাঠ করিও।
	युवां लाजान् किरेतं	তোমাদের দুইজনের লাজসমূহ বিকিরণ করা উচিত।
	युवां जीवेतं	তোমরা দুইজন জীবিত থাকিও।

युवां दुग्धं पिबेत,	তোমাদের দুইজনের দুগ্ধপান করা উচিত।
৩। **यूयं घटानि सृजेत**	তোমাদিগকে ঘট প্রস্তুত করিতে হইবে।
यूय पुस्तकानि पठेत	তোমাদিগের পুস্তক পাঠ করা উচিত।
यूयं तत्र वसेत	তোমরা সেখানে বাস করিও।
यूयं तान् दशेत	তোমরা তাহাদিগকে দংশন করিও।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটী বাক্য রচনা কর—**दृष्टिः, दृष्ट्वा, स्पृशेत, इच्छेत, जयेत, क्रीणेत।**

৫। সংস্কৃত কর—

ধেনু জল পান করিলে তুমিও জল পান করিও।

তোমরা দুইজন তাহাদিগকে দংশন করিও।

হিমালয়ে গমন করিয়া তোমরা তুষার সমূহ দেখিও।

তোমরা দুইজনে এই উদ্যানে প্রবেশ করিও।

তোমাদের তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

তোমাদের দুইজনের এই ভৃত্যটীর প্রতি প্রসন্ন হওয়া উচিত।

পুত্রজন্মোপলক্ষে বন্দীদিগকে তোমার বিসর্জ্জন করা উচিত।

তোমাকে বনে যাইতে হইবে।

তোমার বেদ সমূহ পাঠ করা উচিত নহে।

তোমরা সুখে নদীদ্বয় উত্তীর্ণ হইও।

তোমার অশ্ব ত্যাগ করা উচিত।

তোমাদের ধন অপহরণ করা উচিত নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্মনেপদী ধাতু

১।	त्वं स्मयेथा:	তুমি হাস্য করিও।
	त्वं नदीं ईक्षेथा:	তোমাব নদী দেখা উচিত।
	त्वं पण्डितान् मानेथा:	তোমার পণ্ডিতদিগকে মান্য করা উচিত।
	त्वं मां तिजेथा:	তমি আমাকে ক্ষমা করিও।
২।	युवां शिशून् आदरेयाथां	তোমরা দুই জন শিশুগণকে আদর করিও।
	युवां अन्नं याचेयाथां	তোমাদের দুই জনের অন্ন ভিক্ষা করা উচিত।
	युवां वेदान् गाहेयाथां	তোমাদের দুই জনকে বেদ আলোচনা করিতে হইবে।
	युवां अस्मान् श्लाघेयाथां	তোমরা দুই জন আমাদিগকে প্রশংসা করিও।

৩। যূয়ং দীক্ষিধ্বং — তোমাদিগকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

যূয়ং সমুদ্রং ঈক্ষেধ্বং — তোমাদিগের সমুদ্র দেখা উচিত।

যূয়ং রাজকন্যাঃ উদ্বহিধ্বং — তোমাদের রাজকন্যা বিবাহ করা উচিত।

যূয়ং তান্ ঈর্ষিধ্বং — তোমাদের তাহাদিগকে কুৎসা করা উচিত।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক-একটী বাক্য রচনা কর—**স্ময়েধ্বং, ঈক্ষেথাঃ, ঈর্ষেয়াথাং, নির্জিধ্বং, ভিক্ষিয়াথাং, গর্হিথাঃ, শিক্ষেয়াথাং, দীক্ষিধ্বং, উদ্বহিথাঃ।**

৫। শুদ্ধ কর—

(ক) ত্বং পাষণ্ডান্ স্মার্ঘঃ, যুবাং অন্নং খাদেয়াথাং যূয়ং শাস্ত্রাণি গর্হেত, ত্বং নিন্দকং গর্হেথাঃ, যুবাং পুষ্পাণি জিঘ্রয়াথাং।

(খ) ত্বং যমুনাং ঈক্ষিধ্ব, যুবাং মাং নির্জথাঃ, যূয়ং তান্ আদরেয়াথাং, যুবাং দ্রব্যাণি ময়েধ্বং।

৫। সংস্কৃত কর

তোমাদের দুইজনের শঙ্কা করা উচিত।

তোমার তাহাকে কুৎসা করা উচিত নহে।

•তোমাদিগকে বেদ পাঠ করিতে হইবে।

তোমরা দীক্ষা গ্রহণ করিও।

তোমার তাহাদিগকে প্রশংসা করা উচিত।

তোমরা ধন লাভ করিও।

তোমাদের দুইজনের তাঁহাদিগকে সেবা করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

উভয়পদী ধাতু

১। त्व मां आदिशेः (शेथाः)	তোমার আমাকে আদেশ করা উচিত।
त्व वस्त्रं रञ्जेः (जेथा)	তুমি বস্ত্র রঞ্জিত করিও।
त्वं प्रभुं भजेः (जेथाः)	তুমি প্রভুকে আশ্রয় করিও।
त्वं धनानि गूहेः (हेथाः)	তোমার ধনসমূহ গোপন করা উচিত।
২। युवां वन्दिनः मुञ्चेतं (याथां)	তোমরা দুইজন বন্দীদিগকে মুক্ত করিও।
युवां मां आश्रयेतं (याथां)	তোমরা দুইজনে আমাকে আশ্রয় করিও।
युवां वस्त्राणि वयेतं (याथां)	তোমাদের দুইজনের বস্ত্র সমূহ বয়ন করা উচিত।
युवां बीजान् वपेतं (याथां)	তোমরা দুইজন বীজ সমূহ বপন করিও।

৩। **যূয়ং বৃক্ষান্ সিঞ্চেত (ধ্বং)** তোমরা বৃক্ষ সমূহ সিক্ত করিও।

যূয়ং মাং ভরেত (ধ্বং) তোমরা আমাকে ভরণ করিও।

যূয়ং তান্ তুদেত (ধ্বং) তোমরা তাহাদিগকে কষ্ট দিও।

যূয়ং ভূমিং কর্ষেত (ধ্বং) তোমরা ভূমি কর্ষণ করিবে।

৪। নিম্নলিখিত শব্দ গুলি ব্যবহার করিয়া এক একটী বাক্য রচনা কর—**আদিশেধ্বং, ভজেত, মুঞ্চেথাঃ, তুদেঃ, খনেথাঃ, প্রমেধ্বং, প্রথেথাঃ, লুম্পেঃ, লিম্পেয়াথাং, সিঞ্চেধ্বং, কর্ষেয়াথাং**

৫। শুদ্ধ কর—

ত্বং মাং আদিশেত, যুবাং তান্ মুঞ্চেধ্বং, যূয়ং তং ভজেথাঃ, যুবাং চন্দনেন গাত্রং লিম্পেঃ, ত্বং তান্ তুদেত, যূয়ং অস্মান্ ভরেয়াথাং।

৬। সংস্কৃত কর—

তোমরা কৃপা ভিক্ষা করিও।

তোমাদের দুই জনের সমিধ্‌সমূহ আহরণ করা উচিত।

তুমি দরিদ্রগণকে ভরণ করিও।

তোমাদের সাধুগণকে আশ্রয় করা উচিত।

তোমাদিগকে বৃক্ষ সমূহ কর্ত্তন করিতে হইবে।

তোমার পাপিগণকে কষ্ট দেওয়া উচিত।

তোমরা দুইজন বৃক্ষগুলি সিক্ত করিও।

তোমাদিগকে গর্ত্ত খনন করিতে হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিধিলিঙ্গ বিভক্তির ব্যবহারের দৃষ্টান্ত

১। **গৃহস্থাশ্রমে স্থিত্বা দ্বিজঃ বনে বসেৎ**—গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া দ্বিজ বনে বাস করিবেন।

গৃহস্থঃ যদা আত্মনঃ অঙ্গং পলিতং পশ্যেৎ তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ—গৃহস্থ যখন দেখিবেন নিজের অঙ্গ গলিত হইয়াছে তখন বন আশ্রয় করিবেন।

সঃ পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য ভার্য্যয়া সহ বা বনং গচ্ছেৎ—তিনি পুত্রগণের হস্তে ভার্য্যা সমর্পণ করিয়া অথবা ভার্য্যার সহিত বন গমন করিবেন।

তে গ্রামাৎ নিঃসৃত্য নিয়তেন্দ্রিয়ঃ অরণ্যং নিবসেয়ুঃ—তাঁহারা গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া জিতেন্দ্রিয়ভাবে অরণ্যে বাস করিবেন।

২। **বানপ্রস্থাবলম্বী গৃহস্থঃ মেধ্যৈঃ শাকমূলফলৈঃ মহাযজ্ঞান্ নির্ব্বপেৎ। যদ্ভক্ষ্যং ভবেৎ ততো বলিং ভিক্ষাঞ্চ বিতরেৎ। জলমূলফলাদিভিরাশ্রমগতান্ অর্চ্চয়েৎ। সদা স্বাধ্যায়ে নিযুক্তো ভবেৎ। যথাবিধি বিবিধান্ যাগান্ চ আহরেৎ। স মধুমাংসঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।**

বানপ্রস্থাবলম্বী গৃহস্থ পবিত্র শাকমূল ফলের দ্বারা মহাযজ্ঞসমূহ সম্পন্ন করিবেন। যাহা তাঁহার ভক্ষ্য হইবে তাহা হইতে যজ্ঞীয় বলি এবং ভিক্ষা দান করিবেন। জলমূল

ফলাদি দ্বারা আশ্রমাগত ব্যক্তিগণকে সৎকার করিবেন। সর্ব্বদা অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিবেন এবং বিধি অনুসারে বিবিধ যজ্ঞ করিবেন। তিনি মধু এবং মাংস বর্জ্জন করিবেন।

৩। **ত্বং অগ্নিপক্কাশনো ভবেঃ। দিবা শক্তিতঃ অন্নং ব্যাহৃত্য সায়ং খাদেঃ। ভূমৌ বিপরিবর্ত্তেথাঃ। গ্রীষ্মেষু অগ্নিবেষ্টিতঃ তিষ্ঠেঃ। সদা ধরাশায়ী ভবেঃ। ফলমূলাভাবে দ্বিজেভ্যো বনবাসিভ্যো বা ভৈক্ষমাহরেঃ। বিবিধানি শাস্ত্রাণি সেবেথাঃ।**

তুমি অগ্নিপক্ক খাদ্যাহারী হও। দিবাভাগে যথাশক্তি অন্ন আহরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে ভক্ষণ করিও। ভূমিতে গড়াগড়ি যাইবে। গ্রীষ্মকালে অগ্নিসমূহ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া থাকিবে। সর্ব্বদা ধরাশায়ী হইয়া থাকিবে। ফলমূলের অভাব হইলে দ্বিজ অথবা বনবাসীদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিও। তোমাকে বিবিধ শাস্ত্র অভ্যাস করিতে হইবে।

৪। **অধীত্যবিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।**
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥

যথাবিধি বেদসমূহ পাঠ করিয়া ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদন করিয়া শক্তি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া মোক্ষে মনো নিবেশ করা উচিত।

রাজা শিষ্টেষু যং ধর্ম্মং, দুষ্টেষু যং নিয়মং সংস্থাপয়েৎ প্রজাঃ তং ন অতিক্রমেয়ুঃ—রাজা শিষ্টের প্রতি যে ধর্ম্ম, এবং দুষ্টের

জন্য যে নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিবেন প্রজাগণ যেন তাহা অতিক্রম না করে ।

राजा अपराधिषु दण्डं प्रवर्त्तयेत्—রাজা অপরাধিগণের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করিবেন।

৫। **वयं प्रातरुत्थाय ब्राह्मणान् उपतिष्ठेमहि**—প্রাতঃকালে উঠিয়া আমাদের ব্রাহ্মণগণকে সেবা করা উচিত।

आवां विदुषां शासने तिष्ठेव—বিদ্বান্‌গণের শাসনে আমাদের দুইজনের থাকা উচিত।

यूयं वेदविदः वृद्धान् विप्रान् सदा सेवेध्वं—তোমরা বেদজ্ঞ বৃদ্ধ বিপ্রগণকে সর্ব্বদা সেবা করিবে।

৬। সংস্কৃত কর—

রাজার দুরন্তব্যসন সমূহ ত্যাগ করা উচিত।
তাঁহাদের ক্রোধ জয় করা উচিত।
মহীপাতিরা মন্ত্রিগণের সহিত রাজনীতি বিচার করিবেন।
ব্রাহ্মণেরা এই এই বস্তু ভক্ষণ করিবেন না।
তোমরা দুইজন সেই স্থানে যাইও না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাচ্য পরিবর্ত্তন

প্রথমপাঠ—কর্ম্ম প্রথমপুরুষ

১। কর্ত্তৃবাচ্য	কর্ম্মবাচ্য
सीता सरयूं ईक्षेत	**सीतया सरयूः ईक्ष्येत**

	বালকঃ গ্রন্থং পঠেৎ	বালকেন গ্রন্থঃ পঠ্যেত
	অশ্বাঃ দুর্ব্বলং নিজেরন্	অশ্বৈঃ দুর্ব্বলঃ নিজ্যেত
	অহং বালকং পশ্যেয়ং	ময়া বালকঃ দৃশ্যেত
	ত্বং বালিকাং পৃচ্ছেঃ	ত্বয়া বালিকা পৃচ্ছ্যেত
	আবাং শাস্ত্রং মন্যেব	আবাভ্যাং শাস্ত্রং মন্যেত
২।	মাতরঃ পুত্রৌ স্বজেরন	মাতৃভিঃ পুত্রৌ স্বজ্যেয়াতাং
	বধূঃ ধেনূ অর্চ্চেৎ	বধ্বা ধেনূ অর্চ্চ্যেয়াতাং
	বালকঃ অশ্বৌ স্পৃশেৎ	বালকেন অশ্বৌ স্পৃশ্যেয়াতাং
	শিশুঃ মুনী প্রণমেৎ	শিশুনা মুনী প্রণম্যেয়াতাং
	ভৃত্যাঃ গৃহস্বামিণী সেবেরন্	ভৃত্যৈঃ গৃহস্বামিণী সেব্যেয়াতাং
৩।	দোগ্ধারঃ গাঃ পূজেয়ুঃ	দোগ্ধৃভিঃ গাবঃ পূজ্যেরন্
	পিতা পুত্রান্ স্বজেত	পিত্রা পুত্রাঃ স্বজ্যেরন্
	বালকাঃ বলানি ইক্ষেরণ্	বালকৈঃ বলানি ঈক্ষ্যেরন্
	অহং পুস্তকানি পঠেয়ং	ময়া পুস্তকানি পঠ্যেরন্
	ত্বং সাধূন্ পৃচ্ছেঃ	ত্বয়া সাধবঃ পৃচ্ছ্যেরন্
	যুবাং বালকান্ পশ্যেতং	যুবাভ্যাং বালকাঃ দৃশ্যেরন্

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া একএকটী বাক্য রচনা কর—তোর্য্যেত, ত্যজ্যেরন্, লিপ্যেত, উপ্যেয়াতাং, দশ্যেরন্, উহ্যেত, পঠ্যেত, স্মর্য্যেরন্, মান্যেয়াতাং, জীয়েরন্, লভ্যেত, সেব্যেয়াতাং, পীয়েরন্, উচ্যেত, কীর্য্যেরন্, দহ্যেয়াতাং।

দ্বিতীয় পাঠ—কর্ম্ম উত্তম ও মধ্যম পুরুষ

	কর্ত্তৃবাচ্য	কর্ম্মবাচ্য
১।	बालकाः मां स्पृशेयुः	बालकैः अहं स्पृश्येय
	माता मां उपदिशेत्	मात्रा अहं उपदिश्येय
	वधूः मां पृच्छेत्	वध्वा अहं पृच्छ्येय
২।	माता आवां त्यजेत	मात्रा आवां त्यज्येवहि
	त्वं आवां सेवेथाः	त्वया आवां सेव्येवहि
	ते आवां श्लाघेयु	तैः आवां श्लाघ्येवहि
৩।	भृत्याः अस्मान् पृच्छेयुः	भृत्यैः वयं पृच्छ्येमहि
	सर्पः अस्मान् दशेत्	सर्पेण वयं दश्येमहि
	पुत्रशोकः अस्मान् दहेत्	पुत्रशोकेन वयं दह्येमहि
৪।	माता त्वां उपदिशेत्	मात्रा त्वं उपदिश्येथाः
	अहं त्वां त्यजेयं	मया त्वं त्यज्येथाः
	ते त्वां स्पृशेयुः	तैः त्वं स्पृश्येथाः
৫।	साधवः युवां पृच्छेतां	साधुभिः युवां पृच्छ्येयाथां
	सर्पः युवां दशेत्	सर्पेण युवां दश्येयाथां
	पण्डिताः युवां मानेरन्	पण्डितैः युवां मान्येयाथां
৬।	ते युष्मान् याचेरन्	तैः यूयं याच्येध्वं
	अग्निः युष्मान् दहेत्	अग्निना यूयं दह्येध्वं
	अहं युष्मान् पश्येयं	मया यूयं दृश्येध्वं

৭। নিম্ন লিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটী বাক্য রচনা কর—ঈক্ষ্যেধ্বং, সেব্যেমহি, তুদ্যেয়াতাং, দৃশ্যেয় ত্যজ্যেমহি, অর্চ্চ্যেয়াথাং, মুচ্যেবহি, উদ্যেয়, স্পৃশ্যেয়াথাং।

৮। শুদ্ধকর—

ভৃত্যৈঃ অহং স্পৃশ্যেত, বালিকাভিঃ যূয়ং স্পৃশ্যেথাঃ, অস্মাভিঃ বালিকাঃ উদ্যেয়াতাং, তেন আবাং সেব্যেয়, মুনিনা বয়ং মুচ্যেধ্বং।

তৃতীয় পাঠ

১।

কর্ত্তৃবাচ্য	ভাববাচ্য
দরিদ্রাঃ কঠেরন্	দরিদ্রৈঃ কঠ্যেত
পক্ষিণী কূজেয়াতাম্	পক্ষিণ্যা কূজ্যেত
দৈবং ফলেৎ	দৈবেন ফল্যেত
ধেনবঃ অশ্বেরন্	ধেনুভিঃ অশ্বেয়ত
যুবাং অত্র বসেতং	যুবাভিঃ অত্র উষ্যেত
বয়ং চেষ্টেমহি	অস্মাভিঃ চেষ্টেয়ত
সম্পৎ এধেত	সম্পদা এধ্যেত

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটী বাক্য রচনা কর—দীব্যেত, ক্রম্যেত, নর্দ্দ্যেত, মিষ্যেত, স্ফুট্যেত, দ্যোত্যেত, মোদ্যেত, গ্লায়েয়ত, ঈহ্যেত, কান্যেত।

৩। বাচ্যপরিবর্ত্তন করিয়া শুদ্ধ করিয়া লিখ—

যদি অতিথিঃ আব্রজেৎ তস্মৈ অন্নং বিতরেৎ।

অতিথিঃ ভোজনার্থং স্বে কুলগোত্রে ন নিবেদয়েৎ।

দেবান্ ঋষীন্ মনুষ্যাংশ্চ পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাৎ গৃহস্থঃ শেষভুগ্ ভবেৎ।

দ্বিজঃ আয়ুষঃ দ্বিতীয়ং ভাগং কৃতদারো গৃহেবসেৎ।

বিপ্রঃশ্ববৃত্ত্যা কদাচন ন জীবেৎ—সেবাং পরিবর্জ্জয়েৎ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাহিত্য-পরিচয়

১। বসন্তঋতৌ প্রবৃত্তে সতি উষ্ণরশ্মিঃ কুবেরগুপ্তাং দিশং চলিতঃ, দক্ষিণা দিক্ চ মলয়ানিলং উৎসৃষ্টবতী। অশোকেষু পল্লবানি কুসুমানি চ জাতানি। উৎকৃষ্ট-বর্ণযুক্তং অপি কর্ণিকারকুসুমং নির্গন্ধতয়া চেতঃ তুদতি স্ম। অনিলোহিতানি পলাশানি অসম্পূর্ণবিকাশাৎ বালেন্দুঃ ইব বক্রাণি। তিলকবৃক্ষাঃ দ্বিরেফান্ লোভন্তি স্ম, চূতবৃক্ষাশ্চ অরুনিম্না রঞ্জিতাঃ। পিয়ালদ্রুম —মঞ্জরীণাং রজঃকণৈঃ বিঘ্নিতদৃষ্টিপাতাঃ মৃগাঃ প্রত্যনিলং বনপ্রদেশেষু চরন্তি স্ম। চূতাঙ্কুরাণাং আস্বাদেন কষায়-কণ্ঠাঃ পুংস্কোকিলাঃ মধুরং কূজিতবন্তঃ।

বসন্তঋতু আরম্ভ হইলে সূর্য্যদেব কুবের পালিত (উত্তর) দিক্ গমণ করিলেন, এবং দক্ষিণ দিক মলয় বায়ু প্রবাহিত করিল। আশোকবৃক্ষে পল্লব ও কুসুম জাত হইল;

এবং উৎকৃষ্টবর্ণ-যুক্ত হইয়াও কর্ণিকার কুসুম গন্ধহীনতা হেতু মনকে কষ্টদিতে লাগিল। অতিরক্তবর্ণ পলাশ কুসুমসমূহ অসম্পূর্ণ বিকাশহেতু নূতন চন্দ্রের ন্যায় বক্রাকার হইল। তিলক বৃক্ষ সমূহ ভ্রমরগণকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল এবং চূত বৃক্ষ সমূহ অরুণিমা দ্বারা রঞ্জিত হইল। পিয়াল বৃক্ষের মঞ্জরী সমূহের পুষ্পরেণু দ্বারা অন্ধদৃষ্টি হইয়া মৃগসমূহ বাতাসের দিকে মুখকরিয়া বনে বিচরণ করিতে লাগিল। চূত বৃক্ষের অঙ্কুর সমূহ ভক্ষণ করিয়া রক্তকণ্ঠ পুরুষ কোকিলগণ সুন্দর কূজন করিল।

২। अथ इन्द्रादितुल्यं नराधिपं सेवितुं इव मधुः समागतः। धनदाधिष्ठितां दिशं जिगमिषुः रथयुजा निवर्त्तिताश्वः रविः प्रभातानि विमलयन् मलयं नगं त्यजति स्म। आदौ कुसुमजन्म ततो नवपल्लवाः, तदनु षट्पदकोकिल-कूजितं—इत्येवं प्रकारेण द्रुमवतीं वनस्थलीं अवतीर्य्य वसन्तः आविरभूत्। अपि नीरपतत्रिणो मधुना पुष्टां सरसः कमलिनीं अभिगच्छन्ति स्म। मधुपाः कुरवकाणां तरूणां मधूनि पीत्वा गीतवन्तः। कुसुमोद्गमः मधुलोलुपैः मधुकरैः वकुलं आकुलं कृतवान्। रविणा हिमः विरलीकृतः। मलयानिलकम्पितसहकारपल्लवाः सर्व्वेषां मनांसि हृतवन्तः। कुसुमितासु वनराजिषु अन्यभृताभिरुद्गीरिताः वाचः श्रुताः। नवमल्लिका गन्धप्रधानया कुसुमरूपया हासकान्त्या पश्यतां मनः आकृष्टवती। अलिव्रजाः

वसन्तलक्ष्म्याः छविकरं मुखचूर्णं इव कुसुमकेशररेणुं अनुगच्छन्ति स्म ।

অনন্তর যেন ইন্দ্রাদি সদৃশ নরপতিকে সেবা করিবার জন্য বসন্ত কাল সমুপস্থিত হইল। কুবেরপালিত দিক্ গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া সারথি দ্বারা অশ্ব প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়া প্রভাত সমূহ বিমল করিতে করিতে রবি মলয় পর্ব্বত ত্যাগ করিল। প্রথমে কুসুমের জন্ম, পরে নব-পল্লব সমূহ জাত হইল—তাহার পর ভ্রমর কোকিল প্রভৃতির গুঞ্জন—এই প্রকারে ক্রমশোভিতবনস্থলীর মধ্যে বসন্ত আবির্ভূত হইল। ভ্রমরসমূহ এবং জল-পক্ষিগণ বসন্তকর্ত্তৃক পরিপুষ্ট সরোবরের কমলসমূহের নিকট গমন করিল; ভ্রমরেরা কুরবক বৃক্ষের মধুপান করিয়া গান করিতে লাগিল বিকশিত কুসুমসমূহ মধুলোভী ভ্রমরগণের দ্বারা বকুল বৃক্ষ পরিবেষ্টিত করিল। সূর্য্য কর্ত্তৃক হিম মন্দীকৃত হইল। মলয়বায়ুকম্পিত সহকারের পল্লব সমূহ সকলের মন হরণ করিল। কুসুমিত বন সমূহে কোকিলাগণ কর্ত্তৃক উচ্চারিত শব্দ শ্রুত হইল। নবমল্লিকা গন্ধযুক্ত কুসুমরূপহাস্যের দীপ্তি দ্বারা দ্রষ্টাদিগের মন আকৃষ্ট করিল। অলিকুল বসন্তলক্ষ্মীর শোভাকর মুখচূর্ণ স্বরূপ কুসুমকেশররেণুর অনুগমন করিতে লাগিল।

৩। **प्रभातायान्तु शर्व्वर्य्यां पौरास्ते राघवं विना ।**
शोकोपहतनिश्चेष्टा बभूवुर्हतचेतसः ।

शोकजाश्रुपरिप्लुता वीक्षमाणास्ततस्ततः ।
आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः ॥
ते विषादार्त्तवदना रहितास्तेन धीमता ।
कृपणाः करुणा वाचो वदन्ति स्म मनीषिणः ॥
धिगस्तु खलु निद्रां तां ययापहृतचेतनाः ।
नाद्यपश्यामहे रामं पृथूरस्कं महाभुजं ॥
कथं रामो महाबाहुः स तथावितथक्रियः ।
भक्तं जनं परित्यज्य प्रवासं राघवो गतः ॥
यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानिवौरसान् ।
कथं रघूणां स श्रेष्ठस्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः ॥
इहैव निधनं यामो महाप्रस्थानमेव वा ।
रामेण रहितानां हि किमर्थं जीवनं हितं ॥
सन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च ।
तैः प्रज्वाल्य चितां सर्व्वे प्रविशामोऽथ पावकं ॥
किं वक्ष्यामो महाबाहुरनसूयः प्रियंवदः ।
नीतः स राघवोऽस्माभिरिति वक्तुं कथं क्षमं ॥
सा नूनं नगरी दीना दृष्ट्वास्मान् राघवं विना ।
भविष्यति निरानन्दा सस्त्रीबालवयोऽधिका ॥
निर्य्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं महात्मना ।
विहीनास्तेन च पुनः कथं द्रक्ष्याम तां पुरीं ॥
इतीव बहुधा वाचो बाहुमुद्यम्य ते जनाः ।
विलपन्ति स्म दुःखार्त्ता हृतवत्सा इवाग्रगाः ॥

ততো মার্গানুসারেণ গত্বা কিঞ্চিৎ ততঃ ক্ষণং ।
মার্গনাশাদ্বিষাদেন মহতা সমভিপ্লুতাঃ ॥
রথমার্গানুসারেণ ন্যবর্ত্তন্ত মনস্বিনঃ ।
কিমিদং কিং করিষ্যামো দৈবেনোপহতা ইতি ॥
ততো যথাগতেনৈব মার্গেণ ক্লান্তচেতসঃ ।
অযোধ্যামগমন্ সর্ব্বে পুরীং ব্যথিতসজ্জনাং ॥
আলোক্য নগরীং তাঞ্চ ক্ষয়ব্যাকুলমানসাঃ ।
আবর্ত্তয়ন্ত তেঽশ্রূণি নয়নৈঃ শোকপীড়িতৈঃ ॥

রাত্রি প্রভাত হইলে পুরবাসিগণ রামকে না দেখিয়া শোকোপহত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া লুপ্তসংজ্ঞ হইলেন। দুঃখিত ও শোকাশ্রুতে মলিন তাঁহারা চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া রামের আলোক পর্য্যন্ত ও দেখিতে পাইলেন না। সেই মনীষি ব্যক্তিরা ধীমান্ রামচন্দ্র বিরহিত হইয়াও বিষণ্নবদনে দীন ও করুণ বাক্য সমূহ বলিতে লাগিলেন। সেই নিদ্রাকে ধিক্ যাহার দ্বারা লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া আমরা আজ বিশালবক্ষঃ মহাবাহু রামচন্দ্রকে দেখিতেপাইতেছি না। সেই অব্যর্থ কার্য্য-কুশল রামচন্দ্র কেন ভক্ত লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রবাস গমন করিলেন! যিনি আমাদিগকে সর্ব্বদা পালন করিতেন (পিতা যেমন ঔরস পুত্রদিগকে পালনকরেন) সেই রঘুবংশীয়দিগের শ্রেষ্ঠ নরপতি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কেন বনগমন করিলেন? এখানেই আমরা ও মরিয়া যাই অথবা

মহাপ্রস্থান গমন করি। রামবিরহিত আমাদের জীবন নিষ্প্রয়োজন। অনেক বড় বড় শুষ্ক কাষ্ঠ আছে; তাহাদের দ্বারা চিতা জ্বালিয়া আমরা সকলে অগ্নি প্রবেশ করি। আমরা কি বলিব? মহাবাহু অসূয়াহীন প্রিয়ংবদ সেই রাঘব আমাদের দ্বারা নীত হইয়াছেন—ইহাই বা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? নিশ্চয়ই সেই নগরী রাঘব বিনা আমাদিগকে দেখিয়া স্ত্রীবালক ও প্রৌঢ়গণের সহিত নিরানন্দ হইবে। মহাত্মা সেই বীরের সহিত চিরকালের জন্য বহির্গত হইয়া পুনরায় তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সেই পুরী কেমন করিয়া দেখিব? সেই লোকগণ বাহু উত্তোলন করিয়া দুঃখার্ত্ত হইয়া হৃতবৎস অগ্রগদিগেরন্যায় এইরূপ বহুপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে মার্গ অনুসরণ করিয়া সেখান হইতে কিয়দ্দূরগমন করিয়া মার্গদেখিতে না পাইয়া মহাশোকে আকুল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে রথমার্গ অনুসরণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন (এবং বলিতে লাগিলেন) একি হইল? কি করিব! আমরা দৈব কর্ত্তৃক হত হইয়াছি। অনন্তর যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই দুঃখিত মনে সকলে অযোধ্যাপুরী গমন করিলেন (যেখানকার সকল সজ্জনই দুঃখিত হইয়াছেন)। সেই নগরীকে দেখিয়া ব্যাকুলচিত্ত হইয়া শোকপীড়িত নয়নে অশ্রু বির্জ্জন করিতে লাগিলেন।

৪। রঘু শতনেত্র ইন্দ্রকে বলিলেন "হে দেবেন্দ্র, মনীষিগণ কর্ত্তৃক আপনিই যজ্ঞাংশভোগীদিগের প্রধান বলিয়া কথিত হয়েন। তথাপি আপনি কেন সতত যজ্ঞনিরত আমার পিতার যজ্ঞ বিঘ্ন করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন? দিব্যচক্ষু আপনার দ্বারা যজ্ঞশত্রু সমূহ নিবারিত হওয়া উচিত। আপনি স্বয়ংই যদি ধর্ম্মাচারীদিগের অন্তরায় হয়েন তাহাহইলে পৃথিবী হইতে যজ্ঞানুষ্ঠানের লোপ অবশ্য-ম্ভাবী। অতএব এই যজ্ঞীয় অশ্ব মুক্ত করা আপনার উচিত।"

রঘুর এইরূপ ওজস্বী বাক্য শুনিয়া ইন্দ্র রথ থামাইয়া তাঁহার উত্তর দিতে লাগিলেন—"হে রাজন্যকুমার—তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য কিন্তু যশই যাহাদের ধন তাহাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সর্ব্বথা যশ রক্ষাকরিতে হইবে। তোমার পিতা শত-তম যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া জগদ্‌বিখ্যাত আমার যশ লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বিশ্বে পুরুষোত্তম শব্দে যেমন হরিই একমাত্র দেব বুঝা যায়, হরই একমাত্র মহেশ্বর বলিয়া বিবেচিত, সেইরূপ মুনিগণ কর্ত্তৃক আমিই একমাত্র শতক্রতু বলিয়া বিদিত। আমাদের এই নাম অন্য কোন ব্যক্তিতে প্রযোজ্য নহে। সেই জন্যই আমার দ্বারা এই তুরঙ্গ অপহৃত হইয়াছে। এবিষয়ে তোমার চেষ্টায় কোনফল হইবে না।"

ইন্দ্রের এইরূপ স্থির বাক্য শুনিয়াও নির্ভয়চিত্তে রঘু

ধীর ও গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"যদি এইরূপই আপনার প্রতিজ্ঞা তবে যুদ্ধের জন্য প্রবৃত্ত হউন। রঘুকে পরাজিত না করিয়া আপনি সফল মনোরথ হইতে পারিবেন না।"

তাহার পর বিজয়াকাঙ্ক্ষী দুইজনের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে বাসব রঘুর পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"পর্ব্বত সমূহেও যাহার তেজ অপ্রতিহত আমার সেই আয়ুধ তুমি ভিন্ন আর কাহারও কর্তৃক সহ্যকরা হয় নাই। তুরঙ্গ ভিন্ন তুমি যাহা চাহ আমি তোমাকে তাহাই দান করিতে ইচ্ছা করি।"

রঘু কহিলেন "যদি অশ্ব অমোচ্যই হয় তাহাহইলে অশ্ব-বিনাও আমার পিতা অশ্বমেধ ফলযুক্ত হউন; এবং যজ্ঞ-গৃহবাস করিতে করিতেই আপনার বার্ত্তাবহ হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হউন এই দুই বর প্রার্থনা করি।"

रघुः शान्ततं इन्द्रं वदति स्म —"हे देवेन्द्र मनीषिभिः त्वमेव यज्ञांशभोगिनां प्रधानः कथ्यते। तत्कथं सततं यज्ञनिरतस्य मम पितुः यज्ञविघ्नाय यतसे। दिव्यचक्षुषा त्वया मखद्विषः निवारयितव्याः। स्वयं एव यदि धर्म्म-चारिणां अन्तरायो भवेः तर्हि पृथिव्यां यज्ञानुष्ठानस्य लोपः अवश्यम्भावी भवेत्। अतः त्वं इमं यज्ञीयं अश्वं मुञ्चः।"

रघोः ईदृशीं ओजस्विनीं वाचं श्रुत्वा इन्द्रः रथं निवर्त्त्य तं उत्तरं वदितुं प्रक्रमते स्म—"हे राजन्यकुमार—यत् त्वं

वदसि तत् सत्यमेव। यशोधनैस्तु प्रतिद्वन्द्विभ्यो। यशः सर्व्वथा रक्षितव्यं। तव पिता शततमया इज्यया जगत्प्रथितं मम यशः हर्त्तुं उद्यतः। विश्वे पुरुषोत्तम शब्देन यथा हरिरेव एको देवो कथ्यते, यथा हर एव एको महेश्वरो विवेचितः, तथा मुनिभिः अहं एव एकः शतक्रतुः विदितः। अस्माकं एतानि नामानि अन्येषु न प्रयोज्यानि। अतएव मया अयं तुरङ्गः अपहृतः। अत्र तव चेष्टया अलं।"

इन्द्रस्य एतां स्थिरामपि वाचं श्रुत्वा निर्भयो रघुः स्थिर-गम्भीरं तं कथयति—'यदि एष एव तव सर्गः भवेत् तर्हि युद्धाय प्रवर्त्तथाः। रघुं न पराजित्य त्वं कृतकृत्यो न भवेः।'

अतः विजयाकाङ्क्षिणोः तयोः तुमुलं युद्धं प्रवृत्तं। युधि रघोः पराक्रमेण सन्तुष्टः वासवो वदति—"अद्रिषु अपि यस्य तेजः अप्रतिहतं तत् मम आयुधं त्वदन्येन केनापि न सोढ़ं। तुरङ्गात् ऋते त्वं यदेव याचसे तदेव तुभ्यं दातुं इच्छामि।"

रघुः कथयति—"यदि अश्वः अमोच्य एव भवेत् तर्हि अश्वं विना अपि मम पिता अश्वमेधफलान्वितो भवतु, यश्चाहं अधिवसन् एव तव सन्देशहरात् इमां वार्त्तां लभेत। इमौ वरौ याचे।"

৫। पशुराजो नरराजं कथयति—"हे महीपाल, तव अमेण

अलं। प्रयुक्तं अपि अस्त्रं अत्र वृथा भवेत्। पादपोन्-मूलनसमर्थः मरुत् पर्वते शक्तिहीनः। कैलासवत् शुभ्रं वृषं आरुरुक्षोः अष्टमूर्त्तेः पादार्पणेन पूतपृष्ठः किङ्करोऽहं कुम्भोदरो नाम। पुरः अमुं देवदारुं पश्यसि। पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन। अस्य त्वक् कदाचित् वन्यद्विपेन उन्मथिता। तदा प्रभृति एव वन्यद्विपानां त्रासार्थं अस्मिन् अद्रिकुक्षौ शूलभृता सिंहत्वं प्राप्तः अहं प्रेरितः। अधुना इयं धेनुः परमेश्वरादिष्टा क्षुधितस्य मे भोजनाय उपस्थिता। अतएव लज्जां विहाय त्वं निवर्त्तस्व। गुरौ भवान् यथोचितां भक्तिं दर्शितवान्।"

गिरिशप्रभावात् प्रत्याहतास्त्रो दिलीपः आत्मनि अवज्ञां शिथिलीकृत्य वृत्तगामारं सिंहं प्रतिवदति—'हे मृगेन्द्र स्थावरजङ्गमानां सृष्टिस्थितिप्रलयकारणं स ईश्वरो मम मान्यः। अपिच पुरस्तात् नश्यत् आहिताग्नेः गोरूपं धनं अनुपेक्षणीयं। अतएव त्वं मदीयेन देहेन शरीरवृत्तिं सम्पादयितुं प्रसीद। महर्षेः धेनुरियं विसृज्यतां।"

সিংহ রাজাকে বলিলেন—"হে মহীপাল তোমার পরিশ্রম নিষ্প্রয়োজন। এই স্থলে প্রযুক্ত অস্ত্রও বৃথা হইবে। বৃক্ষোন্মূলনসমর্থ বায়ু পর্ব্বতসম্বন্ধে শক্তিহীন। কৈলাসসদৃশ শুভ্র বৃষ আরোহণ করিতে ইচ্ছুক অষ্টমূর্ত্তি মহাদেবের চরণস্থাপন দ্বারা পবিত্রপৃষ্ঠ আমি কুম্ভোদর নামক কিঙ্কর। সম্মুখে ঐ দেবদারু বৃক্ষ

দেখিতেছেন। উহা বৃষবাহন মহাদেবকর্তৃক পুত্রবৎ গৃহীত হইয়াছে। কোন সময়ে উহার চর্ম্ম কোন বন্যহস্তী কর্তৃক উৎপাটিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে বন্য করিগণের ভীতি উৎপাদনার্থ সিংহত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই অদ্রিগুহায় শূলধারী কর্ত্তৃক আমি প্রেরিত হইয়াছি। এক্ষণে এই ধেনু পরমেশ্বরাদেশে ক্ষুধিত আমার ভোজনের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। অতএব লজ্জা ত্যাগ করিয়া আপনি ফিরিয়া যাউন। গুরুরপ্রতি আপনি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।"

মহাদেবের প্রভাবে রুদ্ধাস্ত্র হওয়ায় দিলীপ নিজের প্রতি অবজ্ঞা হ্রাস করিয়া বৃক্ষরক্ষক সিংহকে উত্তর প্রদান করিলেন—"পশুরাজ, স্থিতি ও গতিশীল সকল পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি এবং ধ্বংসের কর্ত্তা সেই ঈশ্বর আমার পূজনীয়। অথচ সম্মুখে নাশোন্মুখী অগ্নিহোত্রীর সেই গোধন ও আমার উপেক্ষার পাত্র নহে। অতএব আপনি আমার শরীরের দ্বারা আপনার শরীরের রক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রসন্ন হউন; এবং মহর্ষির এই ধেনু মুক্ত করুণ।"

৬। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যে যে দেশ আছে সেইদেশকে পণ্ডিতেরা ব্রহ্মাবর্ত্ত কহেন। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, ও শূরসেন এই চারিটী দেশ ব্রহ্মষিদেশ নামে অভিহিত। যে দেশ হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী, বিজন দেশের পূর্ব্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে সেই

দেশকে মধ্যদেশ বলে। পূর্ব্ব পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং এই গিরিদ্বয়েরই অন্তর্ব্বর্ত্তী দেশকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত কহেন। যেখানে স্বভাবতঃ কৃষ্ণসার-মৃগ বিচরণ করে সেই দেশ যজ্ঞিয়দেশ নামে খ্যাত। তদ্ভিন্ন স্থান ম্লেচ্ছ-দেশ বলিয়া জ্ঞাত।

ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে পরম্পরা ক্রমে যে আচার প্রচলিত আছে তাহাকে সদাচার বলে। ব্রহ্মর্ষিদেশজাত দ্বিজন্মগণের নিকট হইতে পৃথিবীর সকল লোক আচার শিক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণগণ যত্নসহকারে এই সমুদয় দেশ আশ্রয় করিবেন। শূদ্রেরা যে কোনদেশে বাস করিতে পারে।

सरस्वतीदृषद्वत्योः देवनद्योः अन्तरं यः देशः तं देशं पण्डिताः ब्रह्मावर्त्तं वदन्ति। कुरुक्षेत्रमत्स्यपञ्चाल-शूरसेनाः चत्वारो देशाः ब्रह्मर्षिदेशाख्या प्रोक्ताः। हिम-वद्विन्ध्यपर्व्वतयोर्मध्यं विनशनदेशात् प्राक् प्रयागाच्च प्रत्येक् यो देशः स मध्यदेशः स्मृतः। पूर्व्वपश्चिमयोः आ समुद्रात् एतयोः एव गिर्य्योः अन्तरं च यः देशः स आर्य्यावर्त्त इत्यभिहितः। यत्र कृष्णसाराः मृगाः स्वभावतो विच-रन्ति स यज्ञियदेशः प्रथितः। तस्मात् अन्यः म्लेच्छदेशो ज्ञातः।

ब्रह्मावर्त्तदेशे परम्परया य आचारः प्रचलति स सदा-चारः कथ्यते। ब्रह्मर्षिदेशजेभ्यः द्विजन्मभ्यः पृथिव्याः सर्व्वे

मानवाः आचारं शिक्षेरन्। ब्राह्मणाः यत्नेन एतान् देशान् आश्रयेरन्। शूद्राः यस्मिन् कस्मिन् देशे वसेयुः।

৭। বাংলা কর—এবং বাচ্যপরিবর্ত্তন কর—

वयोविद्याधिकेन गुरुणा व्यवहृते शय्यासने न समाविशेत्। स्वयं शय्यासनस्थः गुरौ आगते सति उत्थाय अभिवादयेत्।

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।
चत्वारि संप्रवर्द्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल॥
(বয়োজ্যেষ্ঠ) अभिवादात् परं विप्रो ज्यायांस मभिवादयन्।
असौ नामाहं अस्मीति स्वंनाम परिकीर्त्तयेत्॥
भोः शब्दं कीर्त्तयेदन्ते स्वस्यनाम्नः अभिवादने।
आयुष्मान् भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने॥
(জানে) यो न वेत्ति अभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम्।
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः॥
ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत् क्षत्रबन्धुमनामयम्।
वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्य मेव च॥
अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्।
(ইঁহাকে) भो भवत् पूर्व्वकन्तु एनमभिभाषेत धर्म्मवित्॥
(হইবেন) परपत्नी तु या स्त्री स्यादसम्बन्धा च योनितः। (জন্মগত)
(বলিবেন) तां ब्रूयाद् भवती त्येवं सुभगे भगिनीति च॥
मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरान् ऋत्विजो गुरून्।

অসৌ অহ ইতি ব্রূয়াৎ প্রত্যুত্থায় যবীয়সঃ ॥
মাতৃষ্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূরথ পিতৃষ্বসা।
সম্পূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তা গুরুভার্য্যয়া ॥
(প্রণম্য) ভ্রাতুর্ভার্য্যোপি উপসংগ্রাহ্যা
(প্রতিদিন) সবর্ণা অহন্যহনি অপি।
(বিদেশ হইতে আগত) বিপ্রোষ্য তূপসংগ্রাহ্যা
জ্ঞাতি সম্বন্ধি যোষিতঃ ॥

৮। সংস্কৃত কর—

(ক) পিতৃভগিনী, মাতৃভগিনী এবং জ্যায়সী নিজভগিনীর প্রতি মাতৃবৎ বৃত্তি আচরণ করিবে। ইহাঁদের অপেক্ষা মাতা গরীয়সী। দশবর্ষ ব্রাহ্মণ এবং শতবর্ষ ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধ পিতাপুত্র সম্বন্ধ সদৃশ। বিত্ত, গোত্র, বয়স, কর্ম্ম এবং বিদ্যা এই পাঁচটী সম্মানের পাত্র। ইহাদের মধ্যে উত্তর উত্তর অধিকতর গরীয়ান্। চক্রযুক্ত রথারোহী, নবতিবর্ষ অতিক্রান্ত অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি, রোগী, ভারবাহক, স্ত্রীলোক, গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত স্নাতক ব্রাহ্মণ, রাজা এবং বিবাহ বর ইহাঁদিগের যাইবার পথ দেওয়া উচিত। যেখানে ইহাঁরা সকলে মিলিত সেখানে স্নাতক ও রাজাই সর্ব্বাপেক্ষা মান্য। কিন্তু রাজা ও স্নাতকের মধ্যে স্নাতকই অধিকতর মান্য। যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে উপনয়ন দান করিয়া বেদ অধ্যাপনা করান তাঁহাকে আচার্য্য বলে। বেদের একভাগ মাত্র অথবা বেদাঙ্গ সমূহ যিনি জীবিকার

জন্য অধ্যাপনা করান তাঁহাকে উপাধ্যায় বলে। যিনি নিষেকাদি সংস্কার সকল যথাবিধি সম্পন্ন করেন তাঁহাকে গুরু বলে। গৃহস্থের অগ্নি স্থাপন, পাকযজ্ঞ ও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ সমূহ যিনি সম্পন্ন করেন তিনি ঋত্বিক্ নামে অভিহিত হয়েন। দশজন উপাধ্যায় অপেক্ষা একজন আচার্য্য অধিক গরীয়ান্, শত আচার্য্য অপেক্ষা পিতা অধিক গৌরবান্বিত এবং সহস্র পিতার অপেক্ষা মাতা অধিক গরীয়সী।

বাংলা কর—

(খ) अथ हैमवतीं राम दिशं त्यक्त्वा महामुनिः।
पूर्व्वां दिश मनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणं॥
मौनं वर्षसहस्रस्य
कृत्वा व्रतमनुत्तमं।
(করিলেন) (অতুল) चकारा प्रतिमं राम
तपः परमदुष्करं॥
पूर्णे वर्षसहस्रे तु
काष्ठभूतं महामुनिं
(কম্পিত, পীড়িত) विघ्नैर्बहुभिराधूतं
क्रोधोनान्तरमाविशत्॥ (প্রবেশ করিল)
तस्य वर्षसहस्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रतः।
भोक्तुमारब्धवानन्नं तस्मिन् काले रघूत्तम॥

इन्द्रो द्विजातिर्भूत्वा तं सिद्धमन्नमयाचत ।
तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धं सर्व्वं विप्राय निश्चितः ॥
निःशेषितेऽन्ने भगवान भुक्त्वैव महातपाः ।
(বলিলেন) किञ्चिदवदद्विप्रं मौनव्रतमुपास्थितः ॥
(ছিলেন) तथैवासीत् पुनर्म्मौन
मनुच्छ्वासं चकार ह । (নিশ্বাস রোধ)
अथ वर्ष सहस्रञ्च
नोच्छ्वसन्मुनिपुङ्गवः ॥ (নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন)
तस्यानुच्छ्वसमानस्य मूर्द्ध्नि धूमो व्यजायत । (জাত হইল)
त्रैलोक्यं येन सम्भ्रान्तं आतापितमिवाभवत् ॥ (হইল)
ततो देवर्षि गन्धर्व्वाः पन्नगोरग राक्षसाः ।
मोहितास्तपसा तस्य तेजसा मन्दरश्मयः ॥
कश्मलोपहताः सर्व्वे पितामहमथाब्रुवन् । (বলিলেন)
बहुभिःकारणैर्द्देव विश्वामित्रो महामुनिः ॥
लोभितः क्रोधितश्चैव तपसा चाभिवर्द्धते ।
(পাপ) न ह्यस्य वृजिनं किञ्चित् दृश्यते सूक्ष्ममप्युत ॥
नदीयते यदि त्वस्य मनसा यदभीप्सितं ।
विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरं ॥
व्याकुलाश्च दिशः सर्व्वा न च किञ्चित् प्रकाशते ।
सागराः क्षुभिताः सर्व्वे विशीर्य्यन्ते च पर्व्वताः ॥
प्रकम्पते च वसुधा वायुर्व्वातीह सङ्कुलः ।

सम्मूढमिव त्रैलोक्यं सम्प्रक्षुभितमानसं ।
भास्करो निष्प्रभश्चैव महर्षेस्तस्य तेजसा ॥
बुद्धिं न कुरुते यावन्नाशे देव महामुनिः ।
तावत् प्रसाद्यो भगवानग्निरूपो महाद्युतिः ॥
कालाग्निना यथापूर्व्वं त्रैलोक्यं दह्यतेऽखिलं ।
देवराज चिकीर्षेत दीयतामस्य यन्मनः ॥
ततः सुरगणाः सर्व्वे पितामह पुरोगमाः ।
विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरमब्रुवन् ॥ (বলিলেন)
ब्रह्मर्षे स्वागतं तेऽस्तु तपसा स्म सुतोषिताः ।
ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक ॥

অষ্টম অনুশীলন

প্রত্যয়ান্ত ধাতুর ব্যবহার

প্রথম পরিচ্ছেদ

সনন্ত

[বিশেষ দ্রষ্টব্য,—এই পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত শব্দগুলি পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে।]

প্রথম পাঠ

১। अहं पुस्तकानि पिपठिषामि	আমি পুস্তক পাঠ করিতে ইচ্ছা করি।
बालकाः तान् निनंसेयुः	বালকগণের তাহাদিগকে নমস্কার করিতে ইচ্ছা করা উচিত।
चौरौ गृहं दिधक्षितवन्तौ	চৌরদ্বয় গৃহটী দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল।
वयं तैः सह विवदिषिष्यामः	আমরা তাহাদের সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করিব।
राजानौ जिजीविषेताम्	রাজদ্বয় বাঁচিতে ইচ্ছা করুন
पुस्तकं इदं मया पिपठिषितं	এই পুস্তক আমার দ্বারা পড়িতে ইচ্ছা করা হইয়াছিল।

अहं चिचलिषितवान् আমি যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম।

২। শব্দগুলি ব্যবহার কর—**निनर्त्तिषन्ति, चिचरिषेः, विवसिषितवान्, सिस्वादिषन्ते, सिस्पन्दिषिष्यन्ति, सिस्वजिषेथाः**

৩। সংস্কৃত কর—

কাহারা আমাদিগকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিবে?
কোন্ রোগী ঔষধ আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করে?
তোমাদের এই স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করা উচিত।
বালকেরা কি গুরুগণকে প্রণাম করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল?
কাহারা চলিতে ইচ্ছা করিবে?
পুস্তকগুলি দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করা উচিত নহে।
তোমরা দুইজন আমাদের সঙ্গে কথা বলিতে কেন ইচ্ছা করিবে না?
তাহারা সাধুগণের সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা করে না।
বৃদ্ধেরা কি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন?
কোন্ ছাত্র পুস্তক পাঠ করিতে ইচ্ছা করে না?
আমাদিগকে প্রণাম করিতে ইচ্ছা করা তোমার উচিত।
আমি ফলগুলি আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম।
কে গৃহ সমূহ দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতে পারে?
রোগী ভিন্ন কাহারা ঔষধ আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করে না?
কাহারা এখানে থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিল?
তাহারা সেখানে থাকিতে কেন ইচ্ছা করে না?

আমি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি।

রোগীরা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করুন।

দ্বিতীয় পাঠ

১। अहं पत्रं लिलिखिषामि	আমি পত্র লিখিতে ইচ্ছা করি।
बालकाः शुशोभिषन्तां	বালকগণ শোভিত হইতে ইচ্ছা করুক।
बालिकाः निनर्त्तिषितवत्यः	বালিকারা নৃত্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল।
बुद्धिमन्तः सिस्मयिषन्ते	বুদ্ধিমানেরা হাস্য করিতে ইচ্ছা করেন।
भार्य्या स्वामिनं विवरीषात	ভার্য্যা স্বামীকে বরণ করিতে ইচ্ছা করেন।
२। सा रुरुदिषितवती	সেই স্ত্রীলোকটী রোদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল।
अहं रुरुदिषाणि	আমি রোদন করিতে ইচ্ছা করি।
यूयं रुरुदिषत	তোমরা রোদন করিতে ইচ্ছা কর।
गृहस्थाः धनागमोपायं विविदिषेयुः	গৃহস্থেরা ধনাগমের উপায় জানিতে ইচ্ছা করুক।
बालकाः विज्ञानानि विविदिषन्तु	বালকেরা বিজ্ঞান সমূহ জানিতে ইচ্ছা করুক।

৩। শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর—**লিলিখিষন্তু, শুশোভিষিথাঃ, ররুদিষেৎ, সিস্ময়িষন্তাং, বিবরীষিষ্যতি, নিনর্ত্তিষাণি, সিস্ময়িষামহৈ, বিবিদিষেয়ম, শুশ্রুষেরন্।**

৪। সংস্কৃত কর—

বালকদিগের শাস্ত্র সমূহ জানিতে ইচ্ছা করা উচিত।
আমাদের কি জানিতে ইচ্ছা করা উচিত ?
তাহারা কি নৃত্য করিতে ইচ্ছা করিবে ?
কেন তোমরা ঈষৎ হাস্য করিতেছিলে ?
কাহারা শোভিত হইতে ইচ্ছা করে ?
তোমরা কি পুস্তক লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছ ?
কোন্ স্ত্রীরা এই স্বামিগণকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিবে ?
নৃত্য করিতে ইচ্ছাকারী কাহারা রাজাদেশে নিবর্ত্তিত হইয়াছে ?

তৃতীয় পাঠ

১। **শিশুঃ সুষুপ্সতি** — শিশু নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করিতেছে।

ভোজনাৎ পরং সুষুপ্সেঃ — ভোজনের পর তোমার নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করা উচিত।

ছাত্রঃ অধ্যাপকং পিপ্রচ্ছিষতি — ছাত্র অধ্যাপককে প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করে।

को मां शिश्रीषति	কে আমাকে আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করিতেছে।
पक्षिणः वृक्षान् शिश्रीषितवन्तः	পক্ষিগণ বৃক্ষসমূহ আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল
यूयं पण्डितान् पिपृच्छिषत	তোমরা পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।

২। শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটা বাক্য রচনা কর

पिपृच्छिषन्, पिपृच्छिषितवन्तः, शिश्रीषिष्यन्ति, शिश्रीषति, शिश्रीषिध्वं, शिश्रीषिमहि, सुषुप्सामः, सुषुप्स, शिश्रीषमान, सुषुप्सित्वा, अशिश्रीष्य।

৩। সংস্কৃত কর-

আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতে করিতে বালিকারা আসিতেছিল। মহান্ ব্যক্তিগণকে আশ্রয় করিবার ইচ্ছা করিয়া দুর্ব্বলগণ আনন্দিত হইতেছে।

তোমরা কেন গৃহস্থগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর না? তাহারা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করুক।

কর্ত্রীরা সন্ধ্যাকালেই নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করুন, শিশুগণ এখন নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করে না।

কাহারা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিবে?

চতুর্থ পাঠ

১। मुनिः धेनुं जिघृक्षति	মুনি ধেনু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।
के फलानि जिघृक्षिष्यन्ति	কাহারা ফল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবে?
व्याघ्रो मानुषं जिघांसति	ব্যাঘ্র মানুষকে হনন করিতে ইচ্ছা করিতেছে।
वीराः शत्रून् जिघांसेयुः	বীরগণ শত্রুদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করুন।
साधवः ग्रामं जिगमिषितवन्तः	সাধুগণ গ্রাম যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।
चौरः धनानि जिहीर्षति	চোর ধন অপহরণ করিতে ইচ্ছা করিবে।
सेनापतिः शत्रुं जिगीषितवान्	সেনাপতি শত্রু জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।
त्वं सेनां जिगीषेः	তুমি সেনা জয় করিতে ইচ্ছা করিও।
के अस्मान् जिगीषिष्यन्ति	কাহারা আমাদিগকে পরাজয় করিতে ইচ্ছা করিবে।

২। শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর—**जिघृक्षन्, जिघांसन्ती, जिगीषितवती, जिहीर्षित्वा, जिगमिषतु**

जिघांस, जिगीषेत, जिगमिषेयुः, जिहीर्षिमहि जुगुप्से, जुगुप्सध्वं, जुगुप्सध्वे ।

৩। সংস্কৃত কর—

গৃহে যাইতে ইচ্ছা করিতে করিতে বালিকারা অন্ন ভক্ষণ করিতেছে, ফল অপহরণ করিবার ইচ্ছা করিতে করিতে দুষ্ট বালকেরা খেলিতেছে, শত্রুদিগকে জয় করিবার ইচ্ছা করিতে করিতে ধনু ধাবিত হইতেছে, তোমাদের আমার দান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করা উচিত, রাম রাবণকে হনন করিতে ইচ্ছা করুন। কাহারা সত্যগোপন করিতে ইচ্ছা করিবে ?

পঞ্চম পাঠ

১। राजा पुत्रं ईप्सते	রাজা পুত্র পাইতে ইচ্ছা করেন।
गुणवन्तः जनाः विद्यां ईप्सेरन्	গুণবানের বিদ্যা পাইতে ইচ্ছা করুন।
संसारिणः यशः लिप्सन्तां	সংসারিগণ যশ লাভ করিতে ইচ্ছা করুন।
कर्त्तारः कार्य्यसिद्धिं लिप्सन्ते	কর্ত্তারা কার্য্য সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন।
यूयं कानि लिप्सध्वे	তোমরা কি লাভ করিতে ইচ্ছা কর ?

त्वं राज्यं लिप्सस्व	তুমি রাজ্য লাভ করিতে ইচ্ছা কর।
ते कार्य्यं आरिप्सन्ते	তাঁহারা কার্য্য আরম্ভ করিতে ইচ্ছাকরেন।
अशक्ताः अधुनैव कार्य्यं रिप्सन्तां	অশক্তেরা এখনই কার্য্য আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করুন।
वयं कार्य्यं रिप्सेमहि	আমাদের কার্য্য আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করা উচিত।

২। শব্দগুলি ব্যবহার কর—**ईप्समानः, लिप्सेरन्, रिप्सध्वं, रिप्सिष्यामहे, लिप्सिष्यन्ते**।

৩। সংস্কৃত কর—

ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহারা এখানে আসিতেছে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কার্য্য আরম্ভ করিবার ইচ্ছা করা উচিত।

যশ লাভ করিবার ইচ্ছা করিতে করিতে বালকটী উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে।

কাহারা কবির যশ পাইবার ইচ্ছা করিবে?

ষষ্ঠ পাঠ

১। **সাধুঃ উপকারং চিকীর্ষতি** — সাধু উপকার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

ছাত্রাঃ কৃপাং চকীর্ষিযুঃ — ছাত্রগণ কৃপা করিতে ইচ্ছা করুক।

গৃহস্থঃ পূজাং চিকীর্ষতু — গৃহস্থ পূজা করিতে ইচ্ছা করুন।

ভৃত্যাঃ বৃক্ষান্ চিকর্ত্তিষন্তি — ভৃত্যেরা বৃক্ষসমূহ কর্ত্তন করিতে ইচ্ছাকরে।

মূষিকাঃ পাশং চিকর্ত্তিষন্তু — মূষিকগণ জাল কাটিতে ইচ্ছা করুক।

বালকাঃ লাজান্ চিকরি-ষন্তু — বালকের লাজ বিকিরণ করিতে ইচ্ছা করা উচিত।

বয়ং পুষ্পাণি চিকরিষেব — আমাদের পুষ্প বিকারণ করিতে ইচ্ছা করা উচিত।

যূয়ং ভূমিং চিকৃক্ষধ্বং — তোমরা ভূমি কর্ষণ করিতে ইচ্ছা কর।

২। **অহং তস্মৈ ধনং দিৎসেযম্** — আমার তাহাকে ধন দান করিতে ইচ্ছা করা উচিত।

গৃহস্থাঃ ব্রাহ্মণেভ্যঃ বস্ত্রাণি দিৎসেযুঃ — গৃহস্থেরা ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র দান করিতে ইচ্ছা করুন।

त्वं अत्र पुस्तकं धित्ससि	তুমি এখানে পুস্তক রাখিতে ইচ্ছা কর।
भृत्याः यथास्थानं द्रव्याणि धित्सेयुः	ভৃত্যেদের যথাস্থানে দ্রব্যসমূহ রাখা উচিত।
स चन्द्रेण सह मुखं मित्सति	সে চন্দ্রের সহিত মুখ তুলনা করিতে ইচ্ছা করে।
पद्मेन सह मुखं मित्सेः	পদ্মের সহিত মুখ তুলনা করিতে ইচ্ছা করা উচিত।
भृत्यः दुग्धं मित्सतु	ভৃত্য দুগ্ধ পরিমাণ করুক।

শব্দগুলি ব্যবহার কর – चिकित्सन्तु, चिकीर्षन्, चिकीर्षाणि, चिकरिषेयुः, मित्सन्तु, मित्सामः, धित्सत, दित्सिष्यन्ति, चिक्रत्समानाः, दित्सेः, मित्सितवती, दित्सितं, चिकीर्षितवन्तः, चिकरिषितवत्यः।

সংস্কৃত কর—

ভিষক্‌গণ আমাকে চিকিৎসা করিবেন।

আমাদিগকে কে দান করিতে ইচ্ছা করিবেন।

তাঁহারা দরিদ্রগণকে উপকার করিতে ইচ্ছা করুন।

তোমরা কি ভূমি কষণ করিতে ইচ্ছা করিবে না ?

বর্ষাকালে ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার ইচ্ছা করা উচিত।

পুষ্পসমূহ বালিকাগণ কর্ত্তৃক বিকীরণ করিবার ইচ্ছা করা উচিত।

সপ্তম পাঠ

১। वानराः समुद्रं तितीर्षन्तु — বানরগণ সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করুক।

शिशुः पक्षिणं दिधीर्षत — শিশু পক্ষীকে ধারণ করিতে ইচ্ছা করুক।

साधवः अस्मान् तितिक्षेरन् — সাধুগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করুন।

यूयं तान् तितिक्षेध्वं — তোমাদের তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করা উচিত।

২। সংস্কৃত কর—

চমূ নদী পার হইতে ইচ্ছা করিয়াছিল।

মূঢ়লোকেরা ভেলার দ্বারা সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করে।

বর্ষাকালে বেগবতী নদী সমূহ পার হইতে ইচ্ছা করা উচিত নহে।

অশক্তদিগকে ক্ষমা করিবার ইচ্ছা করিতে করিতে তোমরা উদারচেতা হইবে।

অষ্টম পাঠ

বাচ্য পরিবর্ত্তন

১। साधुना चौरः <u>निनिक्ष्यते</u>	সাধু কর্ত্তৃক চোরটী ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করা হইতেছে।
त्वया अहं <u>निनिक्ष्ये</u>	তোমার দ্বারা আমি ক্ষমা করিবার ইচ্ছা করা হইতেছে।
युष्माभिः उपकारः <u>चिकीर्ष्यते</u>	তোমাদের দ্বারা উপকার করিবার ইচ্ছা করা হইতেছে।
सेनापतिना चमूः <u>जिगीषिता</u>	সেনাপতি কর্ত্তৃক সৈন্য পরাজয় করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছিল।
बालकेन काष्ठानि <u>दिधक्षितानि</u>	বালক কর্ত্তৃক কাষ্ঠ সমূহ দগ্ধ করিতে ইচ্ছাকরা হইয়াছিল
शिशुना <u>सुषुप्सितं</u>	শিশু কর্ত্তৃক নিদ্রাযাইতে ইচ্ছা করা হইয়াছিল।
रोगिणा <u>मुमूर्षितं</u>	রোগী কর্ত্তৃক মরিতে ইচ্ছা করা হইয়াছিল।
तेन पुस्तकानि <u>दिधीर्ष्यन्तां</u>	তাহার দ্বারা পুস্তক সমূহ ধরিতে ইচ্ছা করা হউক।

वानरैः नदीः <u>तितीर्ष्येत</u>	বানরগণ কর্ত্তৃক নদী সমূহ পার হইতে হইতে ইচ্ছা করা উচিত।
मया बालिका <u>दिदृक्षिष्यते</u>	আমার দ্বারা বালিকা দেখিতে ইচ্ছা করা হইবে।
बालिकाभिः <u>रुरुदिषितं</u>	বালিকাগণ কর্ত্তৃক রোদন করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছিল।
ब्राह्मणैः यज्ञानि <u>जुहुष्येरन्</u>	ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞ সমূহ আচরণ করিতে ইচ্ছা করা উচিত।
धनानि <u>जिहीर्षितानि</u>	ধন অপহরণ করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছিল।
नटीभिः <u>निनर्त्तिषितं</u>	নটীগণ কর্ত্তৃক নৃত্যকরিতে ইচ্ছা করা হইয়াছিল।
तेन यूयं <u>पिपृच्छिषध्वे</u>	তাহার দ্বারা তোমরা জিজ্ঞাসিত হইতেছ।

২। সংস্কৃত কর—ও বাচ্য পরিবর্ত্তন কর—

সর্ব্ব বৃত্তান্ত দেখিতে ইচ্ছা করিয়া কাক এখানে আসিল। আমার দ্বারা তোমার সহিত মৈত্রী করিতে ইচ্ছা করা হইতেছে।

বন্ধুত্বের দ্বারা তিনি আমাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়া সে আমাকে এইরূপ বলিতে ইচ্ছা করিবে।

মৃগ ও কাক এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করিবে।

রাজারা ব্রাহ্মণদিগের আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করিবেন।

তোমাকে বন্ধু পাইতে ইচ্ছা করিয়া আমি এরূপ কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম।

দুইটী সন্ন্যাসী পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন।

তোমাদের আমার গৃহে গমন করিতে ইচ্ছা করা উচিত।

সম্রাট্ রাজ্য বিভাগ করিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যঙন্ত

প্রথম পাঠ

১। अश्वाः जाजव्यन्ते
অশ্ব সমূহ সর্ব্বদা অতিবেগে চলিতেছে।

हस्तिनौ नानर्द्यते
হস্তীদ্বয় পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন করিতেছে।

पथिकाः चाचल्यन्तां
পথিকেরা সর্ব্বদা চলিতে থাকুন।

रोगिणां मनांसि तातप्यन्ते
রোগিগণের মন সর্ব্বদা তাপিত হয়।

दशरथः विलालप्यिष्यते
দশরথ পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিবেন।

औषधयः जाज्वल्यन्तु
ঔষধি সমূহ সর্ব্বদা উজ্জ্বল হউক।

अहं देवान् वावन्द्ये
আমি দেবগণকে পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি।

साधवः दुःखानि सासह्ये-रन्
সাধুগণের দুঃখ সমূহ সহ্য করা উচিত।

दोग्धा गावं वावध्यतां
দোগ্ধা গোরুটী পুনঃ পুনঃ বন্ধন করুক।

क्षेत्रपतयः बीजान् वावप्यन्तां
ক্ষেত্রপতিগণ বীজসমূহ পুনঃ পুনঃ বপন করুক।

वाचाला: वावदिष्यन्ते	বাচালগণ পুনঃ পুনঃ বলিবে।
मुनि: वने वावस्येत्	মুনির বনে সর্ব্বদা বাস করা উচিত।
अहं भारं वावह्ये	আমি সর্ব্বদা ভার বহন করিতেছি।
ऋषय: राक्षमान् शाश-प्यितवन्त:	ঋষিগণ রাক্ষসদিগকে পুনঃ পুনঃ শাপদিয়াছেন।
विचारक: इमं दादण्ड्यात्	বিচারক ইহাকে সর্ব্বদা দণ্ড দিবেন।
पाचका: इदं दादह्यरन्	পাচকেরা ইহাকে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ করিবে।

২। শব্দগুলি ব্যবহার কর—**तात्यज्येरन्, दादश्यस्व, दादह्ये, नानश्यन्ते, नानन्द्येध्वं, नानश्यितवान्, दादह्यमानं, तात्यज्यमान: वावर्ज्यसे, पापच्येमहि, वावध्येध्वं, लालप्येय, लालप्यमान, पापठियष्यन्ते, पापच्छ्येथा:, मामस्यमाना, रारच्यध्वं, रारम्ये, लालभ्यध्वं, वावह्यन्तां, वावद्येयातां, सामह्येथां।**

দ্বিতীয় পাঠ

১। सम्राट् राज्यं बाभज्यते	সম্রাট্ পুনঃ পুনঃ রাজ্য বিভাগ করিতেছেন।
शिशुः अन्नं बाभक्ष्येत	শিশুর পুনঃ পুনঃ অন্ন ভক্ষণ করা উচিত।
भृत्यः पात्राणि बाभञ्जियतवान्	ভৃত্য পুনঃ পুনঃ পাত্রগুলি ভগ্ন করিয়াছিল।
शिशुः जाहस्येत	শিশুর সর্ব্বদা হাস্য করা উচিত।
भृत्याः जागद्यन्ते	ভৃত্যেরা পুনঃ পুনঃ গঞ্জনা করিতেছে।
बालकौ जागद्येयातां	বালকদ্বয় সর্ব্বদা কথা বলুক।
सिंहाः जागर्ज्यिष्यन्ते	সিংহেরা সর্ব্বদা গর্জ্জন করিবে।
अहं तान् जागर्हे	আমি তাহাদিগকে সর্ব্বদা নিন্দা করিতেছি।
इमानि जाघट्यन्ते	এই সমুদায় পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে।
साधवः चाकष्यन्तां	সাধুগণ সর্ব্বদা কষ্ট করুন।
रौप्यं चाकच्यते	রৌপ্য সর্ব্বদা চক্ চক্ করে।
भृत्यः चाकथ्यते	ভৃত্য সর্ব্বদা কথা বলিতেছে।
वृक्षाः चाकम्प्यन्ते	বৃক্ষসমূহ সর্ব্বদা কম্পিত হইতেছে।

अहं तान् चाकथ्येय আমার তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা প্রশংসা করা উচিত।

২। শব্দগুলি ব্যবহার কর—**जाहस्यन्तां**, **वाभज्यमानं**, **वाभज्यमाणा**, **वभ्रम्येयानां** **जागर्ज्जीरते**, **चाक्रच्येरन्**, **चाकथ्येध्वं**, **चाकम्पिरष्यन्ते**, **चाकत्थ्येथाः**, **जाघट्यन्तां**, **चाकथ्येयाथां**।

তৃতীয় পাঠ

১। कृपणः धनानि जोगुप्यते	কৃপণ ধন অতিশয় গোপন করে।
कर्त्ता भृत्याय चोकुप्यते	কর্ত্তা ভৃত্যের প্রতি অত্যন্ত কোপ করিতেছেন।
कोकिलाः चोकूजिष्यन्ते	কোকিলগণ সর্ব্বদা কূজন করিবে।
राजानः प्रजाः जोगुप्येरन्	রাজাদিগের প্রজাগণকে অতিশয় রক্ষা করা উচিত।
भ्रमराः जोगुञ्जयन्ते	ভ্রমরগণ সর্ব্বদা গুঞ্জন করিতেছে।
पुष्पाणि चोच्यूयितवन्ति	পুষ্পসমূহ সর্ব্বদা চ্যুত হইত।
शोकः मां नोतुद्यतां	শোক আমাকে সর্ব্বদা কষ্ট দান করুক।
दोग्धारः गां दोदुह्यन्ते	দোগ্ধারা গো সমূহ পুনঃ পুনঃ দোহন করে।
वृक्षाः दोधूयन्ते	বৃক্ষসমূহ অতিশয় কম্পিত হইতেছে।
बालकाः अश्मनः नोनुद्यन्ते	বালকেরা সর্ব্বদা প্রস্তর সমূহ নিক্ষেপ করিতেছে।
वृक्षाः पोपुष्यन्तु	বৃক্ষসমূহ অতিশয় পুষ্টিলাভ করুক।

धीमन्तः विज्ञानानि बोबुध्येरन्	ধীমান্‌দিগের বিজ্ঞানসমূহ অত্যন্ত বোধকরা উচিত।
अहं खाद्यं बोभुज्येय	আমার পুনঃ পুনঃ ভোজন করা উচিত।
माता कन्यां बोभूषितवती	মাতা কন্যাকে অত্যন্ত ভূষিত করিয়াছিলেন।
इमानि बाभूयन्ते	এই সমুদয় সর্ব্বদা হইয়া থাকে।
चित्तानि मोमुद्यन्ते	চিত্ত অতিশয় আনন্দিত হয়।
मेघः जलं मोमुच्यते	মেঘ সর্ব্বদা জল বর্ষণ করিতেছে।
बालिका रोरुद्यते	বালিকা সর্ব্বদা রোদন করিতেছে।
चमूः नदीं रोरुध्येत	সৈন্যের নদী রুদ্ধ করা উচিত
धनानि मां लोलुभ्यन्ते	ধন আমাকে অতিশয় বিমোহিত করিতেছে।

১। শব্দগুলি ব্যবহার কর—**लोलुप्येरन्, शोशुच्यन्तां, रोरुह्यन्ते, शोशुभ्येत, नोनूयस्व, जोगुह्यन्तां, जोगुप्येमहि, पोपुष्यध्वं, दोधुच्छिष्यध्वे, नोनुद्यिष्यन्ते, मोमुषितवन्त्यः, मोमुद्यमानानि, शोश्रूयध्वं, जोहूयन्ते।**

চতুর্থ পাঠ

১। बालकः चेक्लिश्यते	বালকটী অতিশয় ক্লেশ করিতেছে।
पर्व्वताः चेक्षीयन्ते	পর্ব্বত সমূহ সর্ব্বদা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।
दैत्याः प्रह्लादं चेक्षिप्यितवन्तः	দৈত্যেরা প্রহ্লাদকে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়াছিল।
बालकाः पुष्पाणि चचीयन्ते	বালকেরা পুষ্প সমূহ পুনঃ পুনঃ চয়ন করিতেছে।
मन्त्रिणः चेचिन्त्येरन्	মন্ত্রিগণের অতিশয় চিন্তা করা উচিত।
इन्दुराः जालं चेच्छिद्यन्तां	ইন্দুরেরা সর্ব্বদা জাল ছেদন করুক।
अयं सेनापतिः जेजीयतां	এই সেনাপতি সর্ব্বদা জয়লাভ করুন।
त्वं जेजीव्यस्व	তুমি সর্ব্বদা জীবিত থাক।
अग्निः देदीप्यतां	অগ্নি অতিশয় দীপ্ত হউক।
त्वं मां नेनिन्द्यसे	তুমি আমাকে সর্ব্বদা নিন্দা করিতেছ।
भृत्यः एतत् नेनीयतां	ভৃত্য এই জিনিসটী পুনঃপুনঃ লইয়া যাউক।

दैत्याः देवान् पेपीड्यितवन्तः	দৈত্যেরা দেবগণকে পুনঃপুনঃ পীড়ন করিত।
वैज्ञानिकाः पर्व्वतान् बेभिद्येरन्	বৈজ্ঞানিকগণের পর্ব্বত সমূহ সর্ব্বদা ভেদ করা উচিত।
शिशुः सर्पात् बेभीयते	শিশু সর্প হইতে অতিশয় ভয় পায়।
वणिजः पदार्थानि मेमीयेरन्	বণিকদিগের পদার্থ সমূহ সর্ব্বদা পরিমাপ করা উচিত।

২। শব্দগুলি ব্যবহার কর—**मेमिच्यमाना, बेभीयन्तां, लेलिप्यध्वं, लेलिप्यामहि, लेलिप्य्थाः, वेविज्यितवत्यः, वेविद्यध्वं, वेविश्यथाः, शेशिष्यन्ते, मेमिच्यस्व, चेचिन्त्यन्ते, नेनिन्दितवन्त, नेनीय, पेपीड्यन्तां।**

পঞ্চম পাঠ

১। अतिथयः जङ्गम्यन्तां — অতিথিগণ সর্ব্বদা গমন করুন।

रोगी वंवम्यते — রোগী সর্ব্বদা বমন করিতেছে।

बालकाः चङ्क्रम्यन्ते — বালকগণ সর্ব্বদা গমন করিতেছে।

साधवः अपराधिनो चङ्क्षम्यन्ते — সাধুগণ সর্ব্বদা অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিতেছেন।

बालकाः अन्नं वञ्चम्यन्ते — বালকেরা অন্ন ভক্ষণ করিতেছে।

सम्राट् विद्रोहिणः दन्दम्यते — সম্রাট্ সর্ব্বদা বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতেছেন।

शिशवः मां नंनम्यन्ते — শিশুগণ আমাকে সর্ব্বদা নমস্কার করিতেছে।

बालिका रं रम्यते — বালিকা সর্ব্বদা খেলা করিতেছে।

मुनिः क्रोधं शंशम्येत — মুনির সর্ব্বদা ক্রোধ শান্ত করা উচিত।

पृथिवी चञ्चल्यते — পৃথিবী সর্ব্বদা চলিতেছে।

कृषकः गर्त्तं चङ्खन्यतां — কৃষক সর্ব্বদা গর্ত্ত খনন করুক।

तरुः जञ्जन्यते — তরুটী সর্ব্বদা জাত হইতেছে।

सम्राट् राज्यं तन्तन्यते — সম্রাট্ সর্ব্বদা রাজ্য বিস্তার করিতেছেন।

বালকঃ পাঠং মম্মন্যতে	বালক সর্ব্বদা পাঠ মনে করিতেছে।
দেবাঃ দৈত্যান্ জঙ্ঘন্যন্তে	দেবগণ দৈত্যাদিগকে সর্ব্বদা হনন করিতেছেন।

শব্দগুলি ব্যবহার কর—জঙ্গম্যেত, বংবম্যতাং, চংচম্যিতবত্যঃ, চঙ্ক্রম্যিষ্যন্তে, দন্দম্যিতবান্, নংনম্যেমহি, তন্তন্যমানা, জঙ্ঘন্যমানান্, চস্খল্যেরন্, বংভ্রম্যতাং।

ষষ্ঠ পাঠ

১। बालकः दोषं चेक्रीयते	বালক সর্ব্বদা দোষ করিতেছে।
पिता पुत्रं आदेद्रीयते	পিতা পুত্রকে সর্ব্বদা আদর করিতেছেন।
बालकः पुस्तकं देध्रीयते	বালক পুস্তকটী সর্ব্বদা ধরিতেছে।
स्वामी पत्नीं बेभ्रीयते	স্বামী পত্নীকে সর্ব্বদা ভরণ করেন।
लोकाः मेम्रीयन्ते	লোকেরা অতিশয় মরিতেছে।
सर्पाः सस्रीयन्ते	সর্পসমূহ সর্ব্বদা গমন করিতেছে।
वधूः जेह्रीयते	বধূ সর্ব্বদা লজ্জা করে।
चोरः धनानि जेह्रीयते	চোর ধনসমূহ সর্ব্বদা হরণ করে।

শব্দগুলি ব্যবহার কর -बेभ्रीयिरन्, सस्रीयन्तां, मेम्रीयितवन्तः, देध्रीयमानः, दद्रीयस्व, जेह्रीयन्तां, बेभ्रीयध्वं, मेम्रीयेथां।

সপ্তম পাঠ

১। भृत्यः वृक्षान् चरीकृत्यते	ভৃত্য বৃক্ষগুলি সর্ব্বদা কাটিতেছে।
क्षेत्रपतिः भूमिं चरीकृष्यते	ক্ষেত্রপতি সর্ব্বদা ভূমিকর্ষণ করে।
राजानः करं जरीगृह्येरन्	রাজারা সর্ব্বদা কর গ্রহণ করিবেন।
सेवकः मां तरीतृप्यते	সেবক আমাকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট করিতেছে।
शिशुः नदीं दरीदृश्यते	শিশু নদীকে সর্ব্বদা দেখিতেছে।
मूढाः दरीदृप्यन्ते	মূর্খেরা সর্ব্বদা দর্প করে।
नट्यः नरीनृत्यन्ते	নটীরা সর্ব্বদা নৃত্য করে।
पुष्पाणि वरीभ्रश्यन्ते	পুষ্প সমূহ চ্যুত হয়।
पाचकाः मत्स्यान् वरीभृज्यन्ते	পাচকেরা সর্ব্বদা মৎস্য ভাজিতেছে।
भृत्याः पात्राणि मरीमृज्यन्ते	ভৃত্যগণ পাত্র সমূহ সর্ব্বদা শুদ্ধ করিতেছে।
शिशवः मां मरीमृश्यन्ते	শিশুরা আমাকে সর্ব্বদা স্পর্শ করে।
पिता अस्मान् मरीमृष्यते	পিতা আমাদিগকে সর্ব্বদা ক্ষমা করেন।
व्याघ्राः अत्र वरीवृत्यन्ते	ব্যাঘ্র সমূহ এখানে সর্ব্বদা থাকে।
विधाता विश्वं सरीसृज्यते	বিধাতা সর্ব্বদা বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন।
मेघाः सरीसृप्यन्ते	মেঘ সমূহ সর্ব্বদা চলিতেছে।

অষ্টম পাঠ

বাচ্যপরিবর্ত্তন

১ मया भारः वावह्यते	মৎকর্ত্তৃক সর্ব্বদা ভার বহন করা হয়।
शिशुना जाहस्येत	শিশু: কর্ত্তৃক সর্ব্বদা হাস্য করা উচিত।
तेन साधवः चाकथ्येरन्	তাহার দ্বারা সাধুগণ সর্ব্বদা প্রশংসিত হয়েন।
अनया घटनया जाघट्यितं	এই ঘটনা সর্ব্বদা ঘটিত হইয়াছে।
पुष्पैः चोच्युत्यितं	পুষ্প সমূহ সর্ব্বদা চ্যুত হইয়াছে।
बालकैः अश्मानः नोनुद्यन्तां	বালকগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা প্রস্তর সমূহ নিক্ষিপ্ত হউক।
बालिकया पुष्पाणि चेचीयेरन्	বালিকা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পুষ্প সমূহ চয়ন করা উচিত।
वयं साधुभिः तेतिक्ष्यामहे	সাধুগণ কর্ত্তৃক আমরা সর্ব্বদা ক্ষমাকৃত হই।
सम्राजा शत्रुः दन्दम्येत	সম্রাট্ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা শত্রু দমন করা উচিত।
देवैः दैत्याः जङ्घन्यन्तां	দেবগণ কর্ত্তৃক দৈত্যেরা সর্ব্বদা হত হউক।

বধ্বা জেহ্রীয়তে — বধূ কর্ত্তৃক লজ্জা করা হইতেছে।

ভৃত্যেন বৃক্ষাঃ চরীকৃত্যন্তে — ভৃত্য কর্ত্তৃক বৃক্ষসমূহ সর্ব্বদা কর্ত্তিত হইয়াছে।

২। সংস্কৃত কর—

কোন্ দোগ্ধা কর্ত্তৃক ধেনু সকল সর্ব্বদা দোহন করা উচিত ?

কোন্ পাচকগণ কর্ত্তৃক লাজসমূহ সর্ব্বদা ভাজা হইবে ?

তাহাদের কর্ত্তৃক আমরা সর্ব্বদা কষ্ট দত্ত হইয়াছি।

কাহাদিগের সর্ব্বদা প্রণাম করা হইবে।

শত্রুগণ আমাদের দ্বারা সর্ব্বদা নিহত হওয়া উচিত।

পর্ব্বত সমূহ তোমাদের দ্বারা সর্ব্বদা ভগ্ন করা হউক।

তোমরা তাহাদিগকে সর্ব্বদা নিন্দা করিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামধাতু

প্রথম অধ্যায়

পরস্মৈপদী

প্রথম পাঠ

১।	असौ पुत्रकाम्यतु	তিনি নিজের পুত্র কামনা করুন।
	राजपुत्रः पत्नीकाम्यिष्यति	রাজপুত্র নিজের পত্নী কামনা করিবেন।
	कोन यशःकाम्यति	কে নিজের যশ কামনা করে না ?

২। সংস্কৃত কর—

সংসারিগণের নিজের ধন কামনা করা উচিত।

বৃদ্ধেরা নিজেদের মৃত্যুকামনা করিতেছিল।

তাহারা নিজেদের লাভ কামনা করিবে।

দ্বিতীয় পাঠ

১। पुत्रः पितरं <u>नमस्यति</u> — পুত্র পিতাকে নমস্কার করিতেছে।

मुनिः <u>तपस्येत्</u> — মুনি তপ করিছেন।

২। সংস্কৃত কর---

বালিকা মাতাকে নমস্কার করিতেছিল।

বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য,—প্রত্যয়ান্ত ধাতুগুলির ব্যবহার শিক্ষা করাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ করিতে হইবে। শিক্ষার্থীর অন্যান্য অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইহাদের নির্ব্বাচন ও সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে]

তৃতীয় পাঠ

১।	असौ रज्जुं सर्पायति	সে রজ্জুকে সর্পের মত ভাবিতেছে।
	वीरः शत्रून् तृणायति	বীর শত্রুগণকে তৃণ-জ্ঞান করিতেছেন।
	दुर्बुद्धिः भ्रातॄन् शत्रूयति	দুর্ব্বুদ্ধি ভ্রাতৃগণকে শত্রুবন্ন্যায় আচরণ করিতেছে।
	कर्त्ता भृत्यं बन्धूयति	কর্ত্তা ভৃত্যকে বন্ধুর ন্যায় আচরণ করিতেছেন।

২। সংস্কৃত কর—

বিদেশীয় ব্যক্তিগণকে মিত্রবৎ আচরণ করা উচিত।

মহাপুরুষেরা শত্রুগণকে মিত্রের ন্যায় আচরণ করিতেন।

আচার্য্যগণ শিষ্যদিগকে পুত্রবৎ আচরণ করিতেন।

শিক্ষককে গুরুবন্ন্যায় আচরণ করা উচিত।

চতুর্থ পাঠ

বাচ্য পরিবর্ত্তন

अमुना पुत्रकाम्यते	ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিজ পুত্র কামনা করা হইতেছে।
पुत्रेण पिता नमस्यते	পুত্র কর্ত্তৃক পিতা নমস্কার করা হয়েন।
मुनिना कठोरं तपस्येत	মুনিকর্ত্তৃক কঠোর তপস্যাকরা উচিত।
दुर्ब्बुद्धिना भ्रातरः शत्रूय्यन्ते	দুর্ব্বুদ্ধি কর্ত্তৃক ভ্রাতৃগণ শত্রুবৎ আচরিত হয়েন।
विदेशिनः बन्धूय्येरन्	বিদেশী ব্যক্তিগণ বন্ধুবৎ আচরিত হওয়া উচিত।
शिक्षकौ पित्रीय्येयातां*	শিক্ষকদ্বয় পিতৃবৎ আচরিত হওয়া উচিত।

। শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর—बन्धूय्येथाः, पित्रीय्येय, तपस्यितं, नमस्यितवती, पुत्रकाम्यितं, तृणाय्यन्ते, नमस्येथाः, धनकाम्यन्तां।

* পৃঃ ৭৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্মনেপদী

প্রথম পাঠ

আচরণ

১। विश्वामित्रः रामं पित्रीयते	বিশ্বামিত্র রামের পিতার ন্যায় আচরণ করিতেছেন।
कोऽयं मां भ्रात्रीयते	কে এই আমাকে ভ্রাতার ন্যায় আচরণ করিতেছে ?
अतिथिः त्वां बन्धूयते	অতিথি তোমার বন্ধুর ন্যায় আচরণ করিতেছে।
बालकः त्वां शिष्यायते	বালক তোমার শিষ্যের ন্যায় আচরণ করিতেছে।
कथं त्वं मां शत्रूयसे	কেন তুমি আমাকে শত্রুর ন্যায় আচরণ করিতেছ ?
गर्दभः व्याघ्रायते	গর্দ্দভ ব্যাঘ্রের ন্যায় আচরণ করিতেছে।

২। সাস্কৃত কর—

এই খাদ্য বিষের ন্যায় আচরণ করিতেছে।
তোমার ভ্রাতা আমার শত্রুবৎ আচরণ করিতেছে।
রাজা ব্রাহ্মণের ন্যায় আচরণ করিতেছেন।
শিষ্যগণের শিক্ষককে পুত্রের ন্যায় আচরণ করা উচিত।
বিদেশীয়গণের আমাদিগের সহিত মিত্রের ন্যায় আচরণ করা উচিত।

দ্বিতীয় পাঠ

করণ

১। **गौः शब्दायते** — গোরু শব্দ করিতেছে।

बालकाः कलहायन्तां — বালকেরা কলহ করুক।

स राजा वैरायते — সেই রাজা শত্রুতা করিতেছে।

২। সংস্কৃত কর—

পক্ষিগণের শব্দ করা উচিত।

স্ত্রীলোকেরা কলহ করিয়া কাঁদিবে।

কাহারা আমাদিগের শত্রুতা করিবে ?

তৃতীয় পাঠ

অনুভব

১।	দরিদ্রাঃ কৃচ্ছ্রায়ন্তে	দরিদ্রেরা কৃচ্ছ্র অনুভব করে।
	সাধবঃ সুখায়ন্তে	সাধুগণ সুখ অনুভব করিতেছেন।
	রোগিণঃ দুঃখায়ন্তে	রোগিগণ দুঃখ অনুভব করে।

২। সংস্কৃত কর—

সাধুদিগের কৃচ্ছ্র অনুভব করা উচিত।

রোগীরা দুঃখ অনুভব করিবে।

তাহারা সুখ অনুভব করুক।

চতুর্থ পাঠ

উদ্বমন

১। **অগ্নিঃ <u>ধূমায়তে</u>** — অগ্নি ধূম উদ্বমন করিতেছে।
সমুদ্রঃ <u>বাষ্পায়তে</u> — সমুদ্র বাষ্প উদ্বমন করিতেছে।
নদ্যঃ ফেনায়ন্তে — নদী সমূহ ফেন উদ্বমন করিতেছে।

২। সংস্কৃত কর—

অগ্নিদ্বয়ের ধূম উদ্বমন করা উচিত।

নদী গ্রীষ্মকালে বাষ্প উদ্বমন করিয়া শুষ্ক হইয়া যায়

পঞ্চম পাঠ

অভূততদ্ভাবার্থ

১। मूर्खः पण्डितायते — মুর্খ পণ্ডিত হইতেছে।

शत्रुः दुर्मनायते — শত্রু দুর্ম্মন হইতেছে।

रवेः तेजः मन्दायते — সূর্য্যের তেজ হ্রাস হইতেছে।

हंसः शुक्लायेत — হংসের শুক্ল হওয়া উচিত।

माधवः दरिद्रायेरन् — সাধুগণের দরিদ্র হওয়া উচিত

২। সংস্কৃত কর—

আকাশ ক্রমশঃ শ্বেত হইতেছিল।

মেঘ পুঞ্জ কল্য কৃষ্ণ হইবে।

রাজা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন।

ষষ্ঠ পাঠ

বাচ্য-পরিবর্ত্তন

১। **अग्निना धूमाय्यते** — অগ্নি দ্বারা ধূম উদ্বমন করা উচিত।

तेन अहं पित्रीय्ये* — তাঁহার দ্বারা আমার পিতার ন্যায় আচরণ করা হয়।

मूर्खेण पण्डिताय्यताम् — মূর্খের দ্বারা পণ্ডিত হওয়া হউক।

২। শব্দগুলি ব্যবহার কর—**पुत्रीय्ये, मुक्ताय्यते, कलहायते, फेनायते, कृच्छ्रायते, वधूय्ये।**

* পিত্রীয়তি, ও পিত্রীয়তে এই দুই শব্দের অর্থ বিপরীত। কিন্তু কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে দুই অর্থে একই শব্দ ব্যবহৃত হয়—পিত্রীয্যতে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিজন্ত

প্রথম অধ্যায়

প্রযোজ্য কর্ত্তায় তৃতীয়া

প্রথম পাঠ

সংস্কৃত	বাংলা
১। बालकः मया देवनिन्दां श्रावयति	বালক আমাকে দেবনিন্দা শুনাইতেছে।
स बालकेन कार्य्यं कारयिष्यति	সে বালককে কার্য্য করাইবে।
यूयं तेन धनानि हारयेत	তোমরা তাহাকে ধন অপহরণ করাইও।
बालिका पाचकेन फलं दाहयतु	বালিকা পাচককে ফল দগ্ধ করাউক।
कर्त्ता भृत्येन भारं वाहयिष्यति	কর্ত্তা ভৃত্যকে ভারবহন করাইবেন।
২। साधुः कन्यया वृक्षान् सेचयति	সাধু কন্যাকে বৃক্ষ সমূহ সেক করাইতেছেন।
ब्राह्मणः राज्ञा चौरं मोचयति	ব্রাহ্মণ রাজাকে চোর মুক্ত করাইতেছেন।

अतिथिः गृहस्थेन पुत्रं <u>मर्षयतु</u> অতিথি গৃহস্থকে পুত্র ক্ষমা করাউন।

৩। শব্দগুলি ব্যবহার কর—**स्मारितवान्, कारितवत्यौ, सेवितवत्यः, रोदयति, लोभयन्तु, मोचयत, मर्षयेरन्, नोदयिष्यति, पोषयन्ति, भोजयेमहि, बोधयेथाः।**

দ্বিতীয় পাঠ

১। **পিতা পুত্রেণ অতিথিং নময়েত্** পিতা পুত্রকে অতিথি প্রণাম করাইবেন।

মাতা দুহিত্রা ক্রোধং শময়তু মাতা দুহিতাকে ক্রোধ শান্ত করা'ন।

কর্ত্রী ভৃত্যেন অগ্নিং জ্বলয়তি কর্ত্রী ভৃত্যকে অগ্নি জ্বালাইতেছেন।

রাজা চণ্ডালেন বিদ্রোহিণং ঘাতয়তি রাজা চণ্ডালকে বিদ্রাহী-হনন করাইতেছেন।

২। শব্দগুলি ব্যবহার কর—**নময়তু**, ঘাতয়, **নমিতবতী**, ঘাতিতবন্তঃ, **শময়িষ্যতি**, জ্বলয়িষ্যন্তি, **দময়েথাঃ**।

তৃতীয় পাঠ

১। **ভৃত্যঃ বালকেন বৃক্ষং আরোপয়তি** ভৃত্য বালককে বৃক্ষ আরোহণ করাইতেছে।

কর্ত্তা ভৃত্যেন ধনং অর্পয়িষ্যতি কর্ত্তা ভৃত্যকে ধন দান করাইবেন।

বালকঃ বন্ধুনা পুস্তকং স্থাপয়তি বালক বন্ধুকে পুস্তক স্থাপন করাইতেছে।

শিক্ষকঃ ছাত্রৈঃ বৃত্তান্তং খ্যাপয়তি শিক্ষক ছাত্রদিগকে বৃত্তান্ত বলাইতেছেন।

২। শব্দগুলি ব্যবহার কর—**আরোপিতবান্, স্থাপিতবতী, খ্যাপিতবন্তৌ, আরোপয়ন্তু, খ্যাপয়েয়ুঃ, স্থাপয়িষ্যন্তি, অধ্যাপয়েথাঃ**।

চতুর্থ পাঠ

বাচ্যান্তর

১। बालकेन अहं देव निन्दां श्राव्ये — বালক কর্ত্তৃক আমি দেবনিন্দা শুনান হইতেছি।

तेन बालकः कार्य्यं कारितः — তাহার দ্বারা বালকটা কার্য্য করান হইতেছে।

राज्ञा पत्नी दृश्यानि दर्शिता — রাজাকর্ত্তৃক পত্নী দৃশ্যসমূহ দেখান হইয়াছেন।

अतिथिना गृहस्थः पुत्रं मर्ष्यते — অতিথি কর্ত্তৃক গৃহস্থকে পুত্র ক্ষমা করা হইতেছে।

शिक्षकेन छात्राः वृत्तान्तं ख्याप्यन्ते — শিক্ষক কর্ত্তৃক ছাত্রগণকে বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইতেছে।

২। শব্দগুলি ব্যবহার কর—सेव्यन्ते, मर्ष्ये, दर्श्यामहे, हार्य्याणि, मोच्याः, कारिष्यन्ते अध्यापितः, अध्याप्येरन्, ख्याप्येत, गम्यन्ते, नम्येध्वं, दाह्यन्तां, वाह्यन्ते।

পঞ্চম পাঠ

দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া

১।

অনিজন্ত	নিজন্ত	বাচ্যপরিবর্ত্তন
শিক্ষকঃ ছাত্রং প্রশ্নং পৃচ্ছতি	পিতা শিক্ষকেন ছাত্রং প্রশ্নং প্রচ্ছয়তি	পিত্রা শিক্ষকঃ ছাত্রং প্রশ্নং প্রচ্ছ্যতে
বালকাঃ মাং কিং পৃচ্ছন্তি	অতিথিঃ বালকৈঃ মাং কিং প্রচ্ছয়তি	অতিথিনা বালকাঃ মাং কিং প্রচ্ছ্যন্তে
ব্রাহ্মণঃ মাং বস্ত্রং যাচেত	গৃহস্থঃ ব্রাহ্মণেন মাং বস্ত্রং যাচয়েত	গৃহস্থেন ব্রাহ্মণঃ মাং কিং যাচ্যেত
অহং রাজানং ধনং যাচিষ্যে	পিতা ময়া রাজানং ধনং যাচয়িষ্যতি	পিত্রা অহং রাজানং ধনং যাচয়িষ্যে

২। শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া একএকটী বাক্য রচনা কর—

প্রচ্ছয়েরন, প্রচ্ছয়িষ্যন্তে, প্রচ্ছস্ব, যাচেমহি, প্রচ্ছিতাঃ, যাচিতা, দোহ্যন্তে, দোহয়তু, দোহয়েত্, রোধ্যন্তে, রোধিতা, রোধয়েরন্।

৩। সংস্কৃত কর ও বাচ্য পরিবর্ত্তন কর—

জননী কন্যার দ্বারা পাচককে অন্নপাক করাইয়াছেন।
কর্ত্তা গোপের দ্বারা গোরুকে দুগ্ধ দোহন করাইয়াছেন।
রাজা কর্ম্মচারীর দ্বারা অতিথিকে আদেশ বলাইবেন।
দুষ্টলোক কুকুরের দ্বারা আমার পথরুদ্ধ করাইতেছে।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রযোজ্য কর্ত্তায় দ্বিতীয়া

প্রথম পাঠ

গমনার্থ ও অকর্ম্মক

১। विश्वामित्रः रामं वनं प्रापयति — বিশ্বামিত্র রামকে বনে গমন করাইতেছেন।

अश्वारोही अश्वं गृहं गमयति — অশ্বারোহী অশ্বকে গৃহে গমন করাইতেছেন।

गोपः धेनुं चालयति — গোপ ধেনুকে গমন করাইতেছে।

২। माता शिशुं रमयति — মাতা শিশুকে খেলাইতেছেন

कर्षकः शस्यानि जनयति — কৃষক শষ্য জন্মাইতেছে।

सः हृदयं व्यथयति — সে হৃদয়কে ব্যথা পাওয়ায়।

बालकः इदं घटयति — বালক ইহা ঘটাইতেছে।

प्रातः माता पुत्रं जागरयति — প্রভাতে মাতা পুত্রকে জাগায়েন।

৩। শব্দগুলি ব্যবহার কর—प्रापितवान्, रमितवन्तः, व्यथयेयुः, घटयेः, जागरयेयं ।

দ্বিতীয় পাঠ

১। अहं छात्रान् शास्त्रं **बोधयामि** — আমি ছাত্রদিগকে শাস্ত্র বুঝাইতেছি।

अध्यापकः शिष्यं व्याकरणं **अध्यापयेत्** — অধ্যাপক শিষ্যকে ব্যাকরণ পাঠ করাইবেন।

माता बालकं अन्नं **खादयति** — মাতা বালককে অন্ন ভক্ষণ করাইতেছেন।

राजा पत्नीं दृश्यानि **दर्शयति** — রাজা পত্নীকে দৃশ্য সমূহ দেখাইতেছেন।

अतिथयः गृहस्थान् संवादं **ज्ञापयन्ति** — অতিথিরা গৃহস্থগণকে সংবাদ জানাইতেছেন।

২। সংস্কৃত কর—बोधितवान्, अध्यापितवत्यः, दर्शयेत्, खादयेयं, अध्यापयतु।

তৃতীয় পাঠ—বাচ্যান্তর

১। **अश्वारोहिणा अश्वः गृहं गमयते**	অশ্বারোহী কর্তৃক অশ্ব গৃহ গমন করান হইতেছে।
गोपेन धेनुः चाल्यते	গোপকর্তৃক ধেনু গমন করান হইতেছে।
मात्रा शिशुः रमयते	মাতাকর্তৃক শিশু খেলান হইতেছে।
मया छात्राः शास्त्रं बोध्यन्ते	আমার দ্বারা ছাত্রগণ শাস্ত্র বুঝান হইতেছে।
अध्यापकेन शिष्यः व्याकरणं अध्यापितः	অধ্যাপক কর্তৃক শিষ্য ব্যাকরণ পাঠকরান হইতেছে।
मात्रा बालकः अन्नं खादयते	মাতাকর্তৃক বালক অন্ন ভক্ষণ করান হইতেছে।

১। শব্দগুলি ব্যবহার কর—**चाल्येत, अध्याप्येध्वं, ;बोध्येरन्, रमयन्तां, खादयस्व।**

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সাহিত্য পরিচয়

১। বাংলা কর—

(ক) राजधर्म्मान् प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः ।
सम्भवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥
ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि ।
सर्व्वस्यास्य यथान्यायं कर्त्तव्यं परिरक्षणं ॥
अराजके हि लोकेऽस्मिन्
सर्व्वतो विद्रुते भयात् ।
रक्षार्थमस्य सर्व्वस्य
(সৃষ্টি করিয়াছেন) राजानमसृजत् प्रभुः ॥

इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च ।
चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रानिर्हृत्य शाश्वतीः ॥
यस्मादेषां समुद्राणां मात्राभ्यो निर्म्मितो नृपः ।
तस्मादभिभवत्येषः सर्व्वभूतानि तेजसा ॥
तपत्यादित्यवच्चैषः चक्षुषी च मनांसि च ।
(সমর্থ হয়) न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुं ॥

सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्म्मराट् ।
स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥
बालोऽपि नावमन्तव्यः मनुष्य इति भूमिपः ।
महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥

কার্য্যং সোঽবেক্ষ্য শক্তিঞ্চ দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
কুরুতে ধর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং বিশ্বরূপং পুনঃ পুনঃ॥
যস্য প্রসাদে পদ্মাশ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়োহি সঃ॥
(শত্রুতাচরণ করে) তং যস্তু দ্বেষ্টি সম্মোহাৎ
স বিনশ্যত্যসংশয়ং। (ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়)
তস্য হ্যাশু বিনাশায়
রাজা প্রকুরুতে মনঃ॥
তস্যার্থে সর্ব্বভূতানাং গোপ্তারং ধর্ম্মমাত্মজং।
ব্রহ্মতেজোময়ং দণ্ডং অসৃজৎ পূর্ব্বমীশ্বরঃ॥
তস্য সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ভয়াদ্ভোগায় কল্পন্তে স্বধর্ম্মান্ন চলন্তি চ॥
তং দেশকালৌ শক্তিঞ্চ বিদ্যাঞ্চাবেক্ষ্য তত্ত্বতঃ।
যথার্হতঃ সম্প্রণয়েৎ নরেষ্বন্যায়বর্ত্তিষু॥

(খ) তামাশুবেগেন দুরাসদেন
ত্বভিপ্লুতাং শোকমহার্ণবেন।
পশ্যংস্তদা বাল্যনুজস্তরস্বী
ভ্রাতুর্বধেনাপ্রতিমেন তেপে॥
স বাষ্পপূর্ণেন মুখেন পশ্যন্
ক্ষণেন নির্ব্বিণ্ণমনা মনস্বী।
জগাম রামস্য শনৈঃ সমীপং
ভৃত্যৈর্বৃতঃ সম্পরিদূয়মানঃ॥

स तं समासाद्य गृहीतचापं
उदात्तमाशीविषतुल्यवानं।
यशस्विनं लक्ष्मणलक्षिताङ्गं
अवस्थितं राघवमित्युवाच॥
यथा प्रतिज्ञातमिदं नरेन्द्र
कृतं त्वया दृष्टफलञ्च कर्म्म।
मयाद्य भोगेषु नरेन्द्रसूनो
मनोनिवृत्तं हतजीवितेन॥
अस्यां महिष्यान्तु भृशं रुदत्यां
पुरेऽति विक्रोशति दुःखतप्त।
हते नृपे संशयितेऽङ्गदे च
न राम राज्ये रमते मनो मे॥
क्रोधादमर्षादतिविप्रधर्षात्
भ्रातुर्वधो मेऽनुमतः पुरस्तात्।
हते त्विदानीं हरियूथपेऽस्मिन्
सुतीक्ष्णमिक्ष्वाकुवर प्रतप्स्ये॥
श्रेयोऽद्य मन्ये मम शैलमुख्ये
तस्मिन् हि वासश्चिरमृष्यमूके।
यथा तथा वर्त्तयतः स्ववृत्त्या
नेमं निहत्य त्रिदिवस्य लाभः॥
"न त्वां जिघांसामि चरेति" यत् मां
अयं महात्मामतिमानुवाच।

तस्यैव तद्राम वचोऽनुरूपं
इदं वचः कर्म्म च मेऽनुरूपं ॥
भ्राता कथं नाम महागुणस्य
भ्रातुर्वधं राम विरोचयेत ।
राज्यस्य दुःखस्य च वीर सारं
विचिन्तयन् कामपुरस्कृतोऽपि ॥
वधो हि मे मतो नासीत्
स्वमाहात्म्यव्यतिक्रमात् ।
ममासीद् बुद्धि दौरात्म्यात्
प्राणहारी व्यतिक्रमः ॥
भ्रातृत्वमार्य्यभावश्च
धर्म्मश्चानेन रक्षितः ।
मया क्रोधश्च कामश्च
कपित्वञ्च प्रदर्शितं ॥
अचिन्तनीयं परिवर्ज्जनीयं
अनीप्सनीयं स्वनवेक्षणीयं ।
प्राप्तोऽस्मि पाप्मानमिदं वयस्य
भ्रातुर्व्वधात् त्वाष्ट्र वधादिवेन्द्रः ॥
नार्हामि सम्मानमिमं प्रजानां
न यौवराज्यं कुत एव राज्यं ।
अधर्म्मयुक्तं कुलनाशयुक्तं
एवंविधं राघव कर्म्मकृत्वा ॥

पापस्य कर्त्तास्मि विगर्हितस्य
क्षुद्रस्य लोकापकृतस्य लोके।
शोको महान् मा मभिवर्त्ततेऽहं
वृष्टेर्यथा निम्नमिवाम्बुवेगः॥
महाबलानां हरियूथपानां
इदं कुलं राघव मन्निमित्तं।
अस्याङ्गदस्यापि च शोकतापात्
अर्द्धस्थितप्राणमितीव मन्ये॥
सुतः सुलभ्यः सुजनः सुवश्यः
कुतस्तु पुत्रः सदृशोऽङ्गदेन।
न चापि विद्येत स वीर देशो
यस्मिन् भवेत् सोदर सन्निकर्षः॥
अद्याङ्गदो वीरवरो न जीवत्
जीवेत माता परिपालनार्थं।
विना तु पुत्रं परितापदीना
सानैव जीवेदिति निश्चयं मे॥
सोऽहं प्रवेक्ष्याम्यतिदीप्तमग्निं
भ्रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन्।
इमे विचेष्यन्ति हरिप्रवीराः
सीतां निदेशे परिवर्त्तमानाः॥
कृत्स्नन्तु ते सेत्स्यति कार्य्यमेतत्
मय्यप्यतीते मनुजेन्द्रपुत्र।

कुलस्य हन्तारमजीवनार्हं
रामानुजानीहि कृतागसं मां ॥
इत्येवमार्त्तस्य रघुप्रवीरः
श्रुत्वा वचो वालिजघन्यजस्य ।
सञ्जातवाष्पः परवीरहन्ता
रामो मुहूर्त्तं विमना वभूव ॥
तस्मिन्क्षणेऽभीक्ष्णमवेक्षमानः
क्षितिक्षमावान् भुवनस्य गोप्ता ।
रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नां
समुत्सुकः सोऽथ ददर्श तारां ॥
तस्येन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य
महानुभावस्य समीपमार्य्या ।
आर्त्तातितूर्णं व्यसनं प्रपन्ना
जगाम तारा परिविह्वलन्ती ॥
तं सा समासाद्य विशुद्धसत्त्वं
शोकेन सम्भ्रान्त शरीरभावा ।
मनस्विनी वाक्यमुवाच तारा
रामं रणोत्कर्षणलब्धलक्ष्यं ॥
येनैव वाणेन हतः प्रियोमे
तेनैव वाणेन हि मां जहीहि ।
हतागमिष्यामि समीपमस्य
न मां विना राम रमेत वाली ॥

स्वर्गेऽपि शोकञ्च विवर्णताञ्च
मया विना प्राप्स्यति वीर वाली ।
रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे
विदेहकन्यारहितो यथा त्वं ॥
यच्चापि मन्येत भवान् महात्मा
स्त्रीघात दोषस्तु भवेन्न मह्यं ।
आत्मेयमस्येति हि मां जहि त्वं
न स्त्रीवधः स्यात् मनुजेन्द्रपुत्र ॥
शास्त्रप्रयोगाद्विविधाच्च वेदात्
अनन्यरूपाः पुरुषस्य दाराः ।
दारप्रदानां हि न दानमन्यत्
प्रदृश्यते ज्ञानवतां हि लोके ॥
त्वञ्चापि मां तस्य मम प्रियस्य
प्रदास्यसे धर्म्ममवेक्ष्य वीर ।
अनेन दानेन न लप्स्यसे त्वं
अधर्म्मयोगं मम वीर घातात् ॥
इत्येव मुक्तस्तु विभुर्महात्मा
तारां समाश्वास्य हितं बभाषे ।
मा वीरभार्य्ये विमतिं कुरुष्व
लोको हि सर्व्वो विहितो विधात्रा ॥
तञ्चैव सर्व्वं सुखदुःखयोगं
लोकोऽब्रवीत् तेन कृतं विधात्रा ।

त्रयोऽपि लोका विहितं विधानं
नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य ॥
प्रीतिं परां प्राप्स्यसि तां तथैव
पुत्रस्तवे प्राप्स्यति यौवराज्यं ।
धात्रा विधानं विहितं तथैव
न शूरपत्न्यः परिदेवयन्ति ॥

২। (ক) বাংলা কর—

अथौषधीनामधिपस्य वृद्धौ
तिथौ च जामित्र गुणान्वितायां ।
समेतबन्धुर्हिमवान् सुतायाः
विवाहदीक्षाविधिमन्वतिष्ठत् ॥
मल्लानकाकीर्णमहापथं तत्
चीनांशुकैः कल्पितकेतु मालं ।
भासोज्ज्वलत्काञ्चनतोरणानां
स्थानान्तरं स्वर्ग इवावभासे ॥
मैत्रे मुहूर्ते शशलाञ्छनेन
योगं गतासूत्तरफल्गुनीषु ।
तस्याः शरीरे प्रतिकर्म चक्रुः
बन्धुस्त्रियो याः पतिपुत्रवत्यः ॥
बभौ च सा सम्पर्कमुपेत्य बाला
नवेन दीक्षाविधि सायकेन ।
करेण भानोर्बहुलावसाने
सन्धुक्ष्यमाणेव शशाङ्करेखा ॥

सा मङ्गलस्नानविशुद्धगात्री
गृहीतपत्युद्गमनीयवस्त्रा ।
निवृत्त पर्ज्जन्य जलाभिषेका
प्रफुल्लकाशा वसुधेव रेजे ॥

कर्णार्पितो लोध्रकषाय रूक्षे
गोरोचनाक्षेप नितान्त गौरे ।
तस्याः कपोले परभागलाभात्
ववन्ध चक्षूंषि यवप्ररोहः ॥

सा सम्भवद्भिः कुसुमैर्लतेव
ज्योतिर्भिरुद्यद्भिरिव त्रियामा ।
सरिद्विहङ्गैरिवलीयमानः
आमुच्यमानाभरणा चकाशे ॥

क्षीरोदवेलेव स फेनपुञ्जा
पर्य्याप्तचन्द्रेव शरत्त्रियामा ।
नवं नवक्षौमनिवासिनी सा
भूयो वभौ दर्पणमादधाना ॥

तामर्च्चिताभ्यः कुलदेवताभ्यः
कुलप्रतिष्ठां प्रणमय्य माता ।
अकारयत् कारयितव्यदक्षा
क्रमेण पादग्रहणं सतीनां ॥

इच्छाविभूत्योरनुरूपमद्रिः
तस्याः कृती कृत्यमशेषयित्वा ।

सभ्यः सभायां सुहृदास्थितायां
तस्थौ वृषाङ्कागमन प्रतीक्षः ॥

* *

इत्यौषधिप्रस्थविलासिनीनां
शृण्वन् कथाः श्रोत्र सुखास्त्रिनेत्रः ।
केयूरचूर्णीकृतलाजमुष्टिं
हिमालयस्यालय माससाद ॥
तत्रावतीर्य्याच्युतदत्तहस्तः
शरद्घनात् दीधिति मानिवोष्णः ।
क्रान्तानि पूर्व्वं कमलासनेन
कक्ष्यान्तराण्यद्रिपतेर्विवेश ॥
तमन्वगिन्द्रप्रमुखाश्च देवाः
सप्तर्षिपूर्व्वाः परमर्षयश्च ।
गणाश्च गिर्य्यालयमभ्यगच्छन्
प्रशस्तमारम्भमिवोत्तमार्थाः ॥
तत्रेश्वरो विष्टरभाग् यथावत्
सरत्नमर्घ्यं मधुमच्च गव्यं ।
नवे दुकूले च नगोपनीतं
प्रत्यग्रहीत् सर्व्वममन्त्रवर्ज्जं ॥
दुकूलवासाः स वधूसमीपं
निन्ये विनीतै रवरोध दक्षैः ।

वेलासमीपं स्फुटफेनराजिः
नवै रुदन्वान् इव चन्द्रपादैः ॥
तस्याः करं शैलगुरूपनीतं
जग्राह ताम्राङ्गुलिमष्टमूर्त्तिः ।
प्रदक्षिण प्रक्रमणात् कृशानोः
उदर्च्चिषः तन्मिथुनं चकाशे ।
मेरोरुपान्तेष्विव वर्त्तमानं
अन्योन्य संसक्तमहस्त्रियामम् ॥
तौ दम्पती त्रिः परिणीय वह्निं
अन्योन्य संस्पर्शनिमीलिताक्षौ ।
स कारयामास वधूं पुरोधाः
तस्मिन् समिद्धार्च्चिषि लाजमोक्षं ॥
सा लाजधूमाञ्जलिमिष्टगन्धं
गुरूपदेशात् वदनं निनाय ।
कपोलसंसर्पिशिखः स तस्याः
मुहूर्त्तकर्णोत्पलतां प्रपेदे ॥
वधूं द्विजः प्राह "तवैष वत्से
वह्निर्व्विवाहं प्रति कर्म्मसाक्षी ।
शिवेन भर्त्रा सह धर्म्मचर्य्या
कार्य्या त्वया मुक्तविचारयेति ॥
ध्रुवेण भर्त्रा ध्रुवदर्शनाय
प्रयुज्यमाना प्रियदर्शनेन ।

সা "হৃষ্ট" ইত্যাননমুন্নময্য
হ্রীমন্নকণ্ঠী কথমপ্যুবাচ ॥
ইত্থং বিধিজ্ঞেন পুরোহিতেন
প্রযুক্তপাণিগ্রহণোপচারৌ।
প্রণেমতুস্তৌ পিতরৌ প্রজানাং
পদ্মাসনস্থায় পিতামহায় ॥
অথ বিবুধগণাংস্তান্ ইন্দুমৌলির্বিসৃজ্য
ক্ষিতিধরপতিকন্যাং আদদানঃ করেণ।
কনককলশযুক্তং ভক্তিশোভাসনাথং
ক্ষিতিবিরচিতশয্যং কৌতুকাগারং আগাত্ ॥

(খ) সংস্কৃত কর—

কিরূপ সময়ে পার্ব্বতীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল? ওষধিপতি চন্দ্র তখন আকাশে বিরাজ করিতেছিলেন, এবং তিথি তখন জামিত্রগুণ সংযুক্ত ছিল।

বিবাহের জন্য হিমালয় কিরূপ গৃহ সজ্জিত করিয়াছিলেন? রাজপথ সমূহ তরু রাজি শোভিত হইয়াছিল, চীন দেশীয় পট্টবস্ত্র দ্বারা পতাকা সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং কাঞ্চন-নির্ম্মিত তোরণ সমূহ নগরের শোভা বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

কখন পার্ব্বতীর প্রসাধনকর্ম্ম আরব্ধ হইয়াছিল? যখন চন্দ্র উত্তর-ফল্গুণীর সহিত যুক্ত দেখা গিয়াছিল।

শুক্লপক্ষের শেষে কাহার সাহায্যে চন্দ্রের পুষ্টি সাধিত হয়? সূর্য্যের দীধিতি জলময় চন্দ্রে পতিত হয়, এবং চন্দ্র

হইতে প্রতিবিম্বিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। এজন্য সূর্য্যই চন্দ্রকিরণের কারণ।

তিনি মঙ্গলস্নান সমাধা করিয়া বিবাহবস্ত্র পরিধান করতঃ পতিব্রতা স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক বিবাহবেদিতে নীতা হইলেন; এবং মাতৃকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সতী যোষিৎ গণকে প্রণাম করিলেন। এদিকে হর বৃষে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রাদি বরযাত্রীদিগের সহিত সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হিমালয়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে কি করিতে হইল? বিবাহবস্ত্র পরিধান করাইয়া তাঁহাকে বধূর নিকট আনয়ন করা হইল।

বিবাহোৎসবের কি কি অঙ্গ? প্রথমে বরকর্ত্তৃক বধূর পাণিগ্রহণ, পরে যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ করণ, তারপর পুরোহিত কর্ত্তৃক অগ্নি ও বধূবরের চতুর্দ্দিকে তিনবার গমন এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার আদেশানুসারে বধূকর্ত্তৃক অগ্নিতে লাজক্ষেপণ।

পুরোহিত বধূকে কি বলেন? স্বামীই বা কি বলেন?

বিবাহ কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গেলে গুরুদেবগণকে প্রণাম করিয়া নব-দম্পতি শয্যাগৃহ প্রবেশ করিলেন।

৩। (ক) বাংলা কর—

অথার্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে

শয্যাগৃহে সুপ্তজনঃ প্রবুদ্ধঃ।

कुशः प्रवासस्थकलत्रवेशां
अदृष्टपूर्व्वां वनितामपश्यत् ॥
सा साधु साधारण पार्थिवर्द्धेः
स्थित्वा पुरस्तात् पुरुहूतभासः ।
जेतुं परेषां जयशब्दपूर्व्वं
तस्याञ्जलिं बन्धुमतोबबन्ध ॥
अथानपोढ़ार्गलमप्यगारं
छायामिवादर्शतलं प्रविष्टां ।
सविस्मयो दाशरथेस्तनूजः
प्रोवाच पूर्व्वार्द्धविसृष्टतल्पः ॥
का त्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा
किं वा मदभ्यागमकारणं ते ।
आचक्ष्व मत्वा वशिनां रघूणां
मनः परस्त्रीविमुखप्रवृत्ति ॥
तमब्रवीत् सा गुरुणानवद्या
या नीतपौरा स्वपदोन्मुखेन ।
तस्याः पुरः सम्प्रति वीतनाथां
जानीहि राजन्नधिदेवतां मां ॥
वस्वौकसारामभिभूय साहं
सौराज्यबद्धोत्सवया विभूत्या ।
समग्रशक्तौ त्वयि सूर्य्यवंश्ये
सति प्रपन्ना करुणामवस्थां ॥

विशीर्णतल्पाट्टशतो निवेशः
पर्य्यस्तशालः प्रभुणा विना मे ।
विडम्बयति अस्तनिमग्नसूर्य्यं
दिनान्तं उग्रानिलभिन्नमेघं ॥
निशासु भास्वत् कलनूपुराणां
यः सञ्चरोऽभूदभिसारिकाणां ।
नदन्मुखोल्काविचितामिषाभिः
स वाह्यते राजपथः शिवाभिः ॥
आस्फालितं यत् प्रमदाकराग्रैः
मृदङ्गधीरध्वनिमन्वगच्छत् ।
वन्यैरिदानीं महिषैस्तदम्भः
शृङ्गाहतं क्रोशति दीर्घिकाणां ॥
वृक्षेशयायष्टिनिवासभङ्गात्
मृदङ्गशब्दापगमादलास्याः ।
प्राप्तादवोल्काहतशेषवर्हाः
क्रीड़ामयूरा वनवर्हिणत्वं ॥
सोपानमार्गेषु च येषु रामाः
निक्षिप्तवत्यश्चरणान् सरागान् ।
सद्यो हतन्यङ्कुभिः अस्रदिग्धं
व्याघ्रैः पदं तेषु निधीयते मे ॥
चित्रद्विपाः पद्मवनावतीर्णाः
करेणुभिर्दत्तमृणालभङ्गाः ।

नखाङ्कुशाघात विभिन्नकुम्भाः
संरब्धसिंहप्रहृतं वहन्ति ॥

* * नक्तं

इनस्तनी रूढ़ तृणाङ्कुरेषु ।
त एव मुक्तागुणशुद्धयोऽपि
हर्म्येषु मूर्च्छन्ति न चन्द्रपादाः ॥

आवर्ज्य शाखाः सदयञ्च यासां
पुष्पाण्युपात्तानि विलासिनीभिः ।
वन्यैः पुलिन्दैरिव वानरैस्ताः
क्लिश्यन्ते उद्यानलता मदीयाः ॥

रात्रावनाविष्कृतदीपभासः
कान्तामुखश्रीवियुता दिवापि ।
तिरस्क्रियन्ते कृमितन्तुजालैः
विच्छिन्नधूमप्रसरा गवाक्षाः ॥

बलिक्रियावर्जितसैकतानि
स्नानीय संसर्गमनाप्नुवन्ति ।
उपान्तवानीरगृहाणि दृष्ट्वा
शून्यानि दूये सरयूजलानि ॥

तदर्हसीमां वसतिं विसृज्य
मामभ्युपेतुं कुलराजधानीं ।
हित्वा तनुं कारणमानुषीं तां
यथा गुरुस्ते परमात्ममूर्त्तिं ॥

(খ) সংস্কৃত কর—

রামচন্দ্রের স্বর্গগমনের পর রঘু বংশীয় দিগের কুল-রাজধানী কিরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল? তখন রাজা কোথায় বাস করিতেছিলেন, এবং তিনি কি ভাবে কাহার নিকট হইতে অযোধ্যার তৎকালীন অবস্থা জ্ঞাত হইলেন?

রাজপরিবারপরিত্যক্ত হইয়া অযোধ্যা কাহাদের আবাসভূমি হইয়াছে? শৃগালীরা কাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে? দীর্ঘিকা সমূহে আজ কাল কাহারা বিহার করে? যত্নাভাবে ময়ূরগণের কীদৃশী অবস্থা হইয়াছে? সোপান মার্গে কাহারা বিচরণ করে? সিংহগণ হস্তীদিগের কিরূপ অবস্থা ঘটাইয়াছে?

তল্প ও অট্টসমূহ বিশীর্ণ হইয়া যাওয়ায় নগরী কিরূপ দেখাইতেছে, এবং লোকাভাবে গৃহের গবাক্ষগুলি কিরূপ হইয়াছে? উদ্যানলতার পুষ্প-সমূহ কাহারা গ্রহণ করে? সরযূর সৈকত সমূহে আর বলি আবর্জ্জিত হয় কি? ইহার জলে কে স্নান করে?

এই অবস্থায় রাজার কি অন্যস্থানে রাজ্যভোগ করা উচিত?

সমাপ্ত

শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা

সম্বন্ধে

কয়েকটি অভিমত

1. The Bengalee, September, *1910*.

A MONUMENTAL WORK.

We have received a copy of "*Shiksha Bijnaner Bhumica*" or Introduction to the Science of Education by Professor Benoy Kumar Sarkar M. A., of the Bengal National College, Calcutta. It contains an appreciative preface by **Babu Hirendranath Datta**, who states that the author has been for the last three or four years engaged in the preparation of a Science of Education, which is to be a *comprehensive* work treating of all the aspects of education, *historical*, *theoretical* and *practical*. This has been written as a foreword to the whole, which is to be complete in twenty parts, of which some have been sent to the press.

There are three great divisions in the subject matter of the work. In the first volume the author proposes to discuss in a **historical** manner the different ideals and methods of education adopted by the different nations of the civilised world in the different ages of history d amidst different circumstances.

The second volume will be a **philosophical** discussion of the theory and science of education, the nature and ideal of education, the means and instruments of education with a view to set forth the best and achievable ideals of education suitable to the requirements of Modern India.

The third volume is to deal in an exhaustive manner with the best **mode of teaching** the different subjects such as Language, History, Psychology, Moral Philosophy, Economics, Politics and Sociology. The author will indicate how real and genuine interest in the **natural Sciences** can be created in the minds of the learners. He will also shew the simple and easy, the best and the most effective mode of teaching Mathematics, Physics, Chemistry, Geology, Botany, Zoology. The mode of teaching useful industries and other valuable suggestions about them will be offered. He will throughout make use of the **Inductive Method Of Teaching.** From this very brief contents of the book the reader will be able to imagine the comprehensiveness of the work.

We are very glad to recommend **this excellent foreword** and the series to the public for careful perusal and especially to those of our countrymen who are engaged in teaching and controlling education. It is highly desirable that the **New Method of Teaching** inaugurated in his work should find its trial in our Public Schools and Colleges. "The author himself," observes Babu Hirendranath Datta, "has achieved excellent results

by applying his new methods of teaching among his pupils and he hopes that the cause of education in this country will be greatly accelerated if they are adopted by the public."

We cannot think of more important services to be done in the interest of our nation than promoting the growth and spread of education. Government is also alive to the cause of primary education which has become a question of urgent necessity in this country. It is evident that we are in need of a number of educated men, like the present author, who can devote their lives to lift and leaven the general mass of the community. Slur is often flung at our graduates that they are not fit for any original work. We invite the public to take note of this comprehensive and **original work** on the Science of Education and to see if they can adopt its ideals and methods of education.

The author deserves the most hearty thanks from the public for the long and steady efforts that are being made to the **cause of educational reform.** We understand that this *Introduction to the Science of Education* has already won golden opinions from the leading journals of Bengal, as it should, being an **original and important contribution to the Bengali literature.**

২। প্রবাসী—ভাদ্র ১৩১৭।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় ভূমিকায় এই গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন—শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থকার এক প্রকাণ্ড পুস্তক কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত করিবেন, তাহাতে শিক্ষাপদ্ধতির ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর আলোচনা থাকিবে। সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক সভ্য দেশের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থির করিবার চেষ্টা হইবে। শিক্ষার অন্তর্গত জগতের যাবতীয় বিষয় আলোচিত হইবে। সেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সার মর্ম্ম প্রকাশ করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার বিদ্বান্ ও শিক্ষা কর্ম্মে ব্যাপৃত। তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে আশা করা যায়। পুস্তিকার শেষে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা সকল দেশহিতেচ্ছুর চিন্তা ও অনুকরণের যোগ্য বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"শীঘ্রই বিদ্যাদান এবং শিক্ষা বিস্তারই স্বদেশসেবা ও সমাজহিতের প্রধান অঙ্গ ও লক্ষণ হইয়া দেশের মধ্যে বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ আন্দোলনসমূহকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে। শিক্ষার আন্দোলনই সকল আন্দোলনকে গ্রাস করিয়া ক্রমশঃ গভীরতর ও বিস্তৃততর হইতে থাকিবে। কর্ম্মীগণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক জ্ঞান-মন্দির সমূহের প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের ধর্ম্ম মনে করিবেন এবং এই কর্ম্মেই সম্পূর্ণ শক্তি ও সময় দান করিয়া জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। শিক্ষা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য দেশ-বাসীদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। শিক্ষা প্রচারই সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের নূতন সন্ন্যাস হইবে। শিক্ষকই নূতন সন্ন্যাসী হইবেন।" এরূপ সন্ন্যাসী দেশে দেখা দিয়াছেন।

৩। বসুমতী—ভাদ্র ১৩১৭।

গ্রন্থকার "শিক্ষাবিজ্ঞান" নামক বিশ খণ্ডে সমাপ্ত যে বিরাট গ্রন্থের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই ভূমিকা তাহারই পরিচয় ও নির্ঘণ্ট স্বরূপ লিখিত হইয়াছে। শিক্ষা-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থকার মাতৃভাষায় এই অভাব দূর করিবার জন্য তিন চারি বৎসর কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শিক্ষাবিজ্ঞানের রচনা করিয়াছেন। সেজন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদার্হ। সংস্কৃত, ইংরাজী, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা বিজ্ঞানের অন্তর্গত চারি পাঁচ খানি পুস্তক ইতি মধ্যেই যন্ত্রস্থ হইয়াছে। এই রাজনীতিক আন্দোলনের দিনে শিক্ষা বিজ্ঞানের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া নবীন গ্রন্থকার শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। হীরেন্দ্র বাবুর সহিত আমরাও বলি—সুধী মণ্ডলী এই নূতন গ্রন্থের উপযুক্ত সমাদর করিবেন, এবং শিক্ষাবিষয়ে নিজ নিজ চেষ্টা ও চিন্তার প্রয়োগ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত "বিজ্ঞানের" প্রতিষ্ঠা করিবেন।

৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

এ গ্রন্থ বিশেষ অবধানের সহিতই আলোচনার যোগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। যাঁহারা শিক্ষা ব্যবসায়ী তাঁহারা এই বই যত্ন করিয়া পড়িবেন ও উপকার লাভ করিবেন এইরূপ আশা করি। বিনয় বাবু যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বিপুল বিস্তৃত ও দুঃসাধ্য, ইহা সম্পন্ন করিয়া তিনি দেশের মহৎ উপকার সাধন করুন এই আমি অন্তরের সহিত কামনা করি।

5. The Modern Review—*6th October, 1910.*

The author is engaged in the preparation of a 'Science of Education series" which will be completed in twenty parts. The book under review is an introduction to the whole series. The author deserves our best thanks for the services he is doing to the **cause of Educational Reform** in our country, and we **recommend** this introduction **to our teachers** for perusal.

৬। হিতবাদী—১৩ই আশ্বিন ১৩১৭ সাল।

এ পুস্তকের আলোচনা পদ্ধতি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিবর্গের মধ্যে ইহার আদর হইবে।

৭। গৌড়দূত।

শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার এম্ এ মহাশয় এক বিশাল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কোন গ্রন্থ নাই বলিলে চলে। এদেশে জাতীয় ভাবে শিক্ষা প্রচার জন্য বিদ্যালয় ও পরিষৎ স্থাপিত হওয়ায় তাহার আবশ্যকতা দিন দিন অনুভূত হইতেছে। বিনয় বাবু স্বয়ং এই শিক্ষা প্রচারে ব্রতী, সুতরাং তিনি এই বিশাল কার্য্যে ব্রতী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। সম্প্রতি এই বিরাট গ্রন্থের ভূমিকা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের বিশালতা দেখিয়া একা বিনয় বাবুর দ্বারা এই কার্য্য সংসাধিত হওয়া অনেকে অসাধ্য মনে করিতে পারেন; কিন্তু তিনি ছাত্রাবস্থা হইতে এই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, এবং কেবল স্বয়ং প্রস্তুত নহে, অপর সহচর ও সাহায্যকারী ব্যক্তিও প্রস্তুত করিয়াছেন। সুতরাং এই বিশাল গ্রন্থের সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই।

8. RAI SARAT CHANDRA DAS BAHADUR, C.I.E.

PROFESSOR Benoy Kumar Sarkar's *Shiksha Vijnan Bhumika* is an excellent introduction to the Science of Education. The scheme of his works as outlined in this book is as follows :

The first volume contains a Historical Survey of the system of education representing the types of civilisation evolved in the history of the world. The second is to give the Philosophical Theories on education held by the master-minds of the different ages and countries supplemented by the author's own theory deduced from the historical study as well as from the critical survey of the theories. The Art of teaching according to his Theory of Education will be dealt with in the Third volume which will necessarily consist of as many parts as there are branches of learning.

The Book will thus be self-contained—dealing with the history, theory and practice of education in a comprehensive manner on scientific basis.

৯। আর্য্যাবর্ত্ত, কার্ত্তিক, ১৩১৭।

আমাদের সমালোচ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি একটি অতি প্রকাণ্ড বিষয়ের পূর্ব্বভাস বা অবতরনিকা। ইহাতে গ্রন্থকার তাঁহার আকাঙ্ক্ষার ও উদ্যমের সহিত বঙ্গীয় পাঠককে পরিচিত করিয়া দিতে চাহিতেছেন। তিনি যে জীবনব্যাপী মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ভূমিকায় তাহারই উদ্বোধন হইয়াছে। এই ভূমিকায় তিনি একখানি বিস্তৃত শিক্ষাবিজ্ঞানের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় কেন, বোধ হয় পৃথিবীর কোন ভাষায়, শিক্ষাবিজ্ঞানের এমন বিপুল আয়োজন একজনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। স্পেন্সার তাঁহার ক্রমোন্নতিক দর্শনে, কোমৎ তাঁহার বিজ্ঞান-শ্রেণীবিভাগে যে একটি ভাব-সমগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও এ শ্রেণীর সমগ্রত নহে। 'শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা' প্রণেতা যে সমগ্রতাকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও জীবনব্যাপিনী সাধনার প্রয়োজন ;—জীবনব্যাপিনী সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করা যায় কি না সন্দেহ। ভূমিকার ভূমিকালেখক হীরেন্দ্র বাবুও সে আভাস দিয়াছেন। অবশ্য শিক্ষাবিজ্ঞানের গ্রন্থকারের এই বিপুলতার জন্য সঙ্কুচিত হইবার প্রয়োজন নাই। যদি এই বিপুল অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা নবীন উৎসাহদৃপ্ত লেখকের ভাগ্যে নাও ঘটে, তাহা হইলেও যে এ উদ্যম পুরস্কৃত ও সম্মানিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* * * * উন্নতিকাম, সভ্যতাদৃপ্ত, জ্ঞানালোকিত বর্ত্তমান যুগের মানবের পক্ষে শিক্ষার ন্যায় প্রয়োজনীয় আর কিছুই নাই। একমাত্র অতীত সভ্যতার গৌরবে অভিমানী মুক্তি-প্রয়ানের পথিক ভারতবাসীর পক্ষে শিক্ষাবিজ্ঞানের লেখক একটি অতি সময়োপযোগী, সমীচীন ও গভীর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। * * * *

সমস্ত জড়বিজ্ঞান ও সমস্ত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানই মানব-মনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, বর্ত্তমান যুগে মানবের শিক্ষায় এই সমস্ত বিজ্ঞানেরই যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, এই কথাটি বিস্মৃত হইলে শিক্ষার সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করা কখনও সম্ভবপর হয় না। শিক্ষা-বিজ্ঞান আলোচনা-প্রয়াসী অধ্যাপক মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে এই নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিয়া, এই পূর্ণ আদর্শটি সাধারণের সমক্ষে ধারণ করিয়া বড় ভাল কায করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার পরিধি এখনও সঙ্কীর্ণ, আমাদের দেশের শিক্ষা প্রণালী এখনও অতীতের জড়ত্ব পরিহার করিতে পারে নাই পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এখন সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার অনুকূল নহে; কিন্তু তাহা হইলেও এ আদর্শটি মহান্, সুন্দর এবং সার্থক, সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিঘ্ন সত্ত্বেও আমরা নবীন লেখকের উদ্যমের সফলতা কামনা করি। * *

বিষয়ের গুরুত্ব-তুলনায় ভূমিকাটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, তাহা হইলেও লেখক যেরূপভাবে তাঁহার বক্ষ্যমান বিষয়ের আভাস দিয়াছেন, তাহা-হইতেই তদীয় আরব্ধ ব্যাপারটির ব্যাপকতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই বিরাট আয়োজনের সূচনায় আমরা যে আনন্দলাভ করিয়াছি আমাদের একমাত্র আশঙ্কা যে লেখক অন্যপথে গিয়া পাছে আমাদের সেই আনন্দ বিষাদে পরিণত করেন। * * * * তবে গ্রন্থকারের উপর আমাদের নির্ভর ও বিশ্বাস আছে, তাঁহার ক্ষমতারও আমরা পরিচয় পাইয়াছি। আমাদের কামনা, তিনি নিজ ব্রতে সফলতা লাভ করিয়া জাতীয় সাহিত্যের ও জাতীয় শিক্ষার ভাণ্ডার পূর্ণ করুন।

১০। শ্রীযুক্ত সার চন্দ্রমাধব ঘোষ।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে একটী প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার ভূমিকা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম, ও সঙ্গে সঙ্গে চমৎকৃত হইলাম। ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু যথার্থই লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থের বিপুলতার কথা ভাবিতে গেলে মনে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে এই প্রকার বিপুল গ্রন্থ একব্যক্তির দ্বারা সংগৃহীত হইতে পারে কি না। কিন্তু পুস্তকলেখক ভূমিকায় স্বীয় অভিজ্ঞতার, ক্ষমতার, ও অধ্যবসায়ের যে প্রকার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বিলক্ষণ আশা করা যাইতে পারে যে তিনি যথাসময়ে তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের শিক্ষার্থিদিগের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবেক, ও সেই উদ্দেশ্যে, আমার বিবেচনায়, কেবল বাঙ্গালা ভাষায় নয়, ইংরাজি ভাষাতেও পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের সকল বিভাগের লোকেরা তাহা পাঠ করিতে পারিবেক।

11. P. N. BOSE Esq., B. Sc. (LONDON,) F.G.S., M.R.A.S.

A perusal of your শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা and সাহিত্যসেবী has convinced me that the Bengali Language, in the hands of a master, could be made as good a vehicle for high thoughts and ideas as any language in the World. But, your শিক্ষাবিজ্ঞান is on such an elaborate plan and embraces such a wide variety of subjects which would be interesting and instructive not only to all educate

Indians, but probably also to cultured men of other nationalities, that I almost regret it should be written in a Provincial vernacular. Hope you will have an English Edition of the Work. This is a serious handicap—the want of a national language for India. In former times Sanskrit was the common language for educated India. English is now the common language and I cannot think of any other that can be substituted for it. Hindi would do well for northern India but it would not be understood in the South.

সাহিত্য সংরক্ষণ বিষয়ক

প্রস্তাব সম্বন্ধে অভিমত

Professor B. K. Sarkar of the Bengal National College has just brought out the paper, entitled "Sahitya Sebi," read by him at the last Northern Bengal Literary Conference. in pamphlet form. In it, the Professor makes a powerful appeal to the Bengali public to raise funds to **endow Academies** for fostering Bengali literature; spreading education: etc." We have every sympathy with his suggestion, and hope that his appeal will be warmly responded to by our readers.—*Empire, 25th March 1911.*

Can it be said that as a nation-building force, literature as we have is in any sense adequate or that its rate of progress is commensurate with the requirements of the country? The question is asked in a remarkable little pamphlet in Bengali which has just been published by Babu Radheschandra Set, B. L., of Maldah. The author is Babu Binoy Kumar Sarkar, M. A., of the National College, and the pamphlet embodies a lecture which the author delivered at the Literary Conference held at Malda. In the opinion of this writer, and it is an opinion which it is possible to endorse without in any way disparaging our great writers, the literature of the country is still very, very

poor. "Stripped of poetry, fiction and tales, our literature has very little worth the name." If this is not meant to be a reflection, and it obviously is not, upon the splendid works in the domain of fiction and poetry that we have, it is difficult to differ from the conclusion at which the writer has arrived. That there is no book in the most advanced Indian language which can be prescribed as **a text book for the higher classes of our Colleges,** whether in philosophy, in history, in political economy, political philosophy or sociology or in physics, chemistry or mathematics is unfortunately only too true. That practically no attempt of a systematic kind has yet been made to adapt even the most advanced of **our languages** to the high purpose of **being the medium for instruction** in any of these subjects is also true. Of criticism in the true sense of the term, there is practically little in our literature, if we leave aside one or two masterpieces, and yet criticism occupies a place almost on the same level with construction in every one of the modern European literatures. Surely if national life is to be effectively advanced by national literature, it is not a literature like ours, so little equipped for its work, which can undertake the task. No doubt as Babu Binoy Kumar points out, national literature itself, its growth and character, are determined by the conditions and character of national life, its intensity, its breadth, its many-sidedness, its relation to the wider life of humanity. But we are here considering what literature as a more or less conscious nationalising force can do even in the

direction of creating some of these conditions and stimulating some others. From this point of view, there is doubtless room for activity of a very vigorous kind. But are there many signs that this activity will be forthcoming in the immediate future? Whatever the reply to this question may be, there is no doubt that if literary activity of a decisive kind is to mark the coming era, the suggestion thrown out by Babu Benoy Kumar, which is identical with the view we have frequently urged in these columns, must be carried out. We shall give the suggestion in the writer's own words:— "Arrangements should be made for the **maintenance of a number of literary men with proper monthly salaries** in order that they without anxiety may devote their whole time and energy to the pursuit of literature." In other words, a system of endowments should be inaugurated, whether in connection with the Universities or the academies, and literature should have the same **patronage** at the hands of our wealthy men that it used to have in Europe in those days when **literature had not yet become the source of profit** and power that it now is. The question that we have to ask ourselves, and which our literary men should especially ask themselves is, in what precise way and how soon our literature can be made to occupy a position of general equality with the modern European literatures, alike as an instrument of culture in all its many aspects and as an organ of national life which in these days is to no small extent conditioned by national culture. There is undoubtedly an upward trend in the nation, and if we

can set ourselves to the work earnestly, assiduously and with courage, success is bound to come. Babu Benoy Kumar has **not raised this important question a day too soon,** and his own contribution to the proper understanding of the question is by no means inconsiderable. We have great pleasure in commending his pamphlet to the public.—*Bengalee*, *31st March*, *1911.*

"Protection of Literature."

What Babu Benoy Kumar evidently wants is the setting free, by a system of endowment, of the time and leisure of a number of literary men for the writing and compilation of standardworks in Bengali, **such as might be prescribed as text books for the higher classes of Calcutta University.** The proposal is undoubtedly commendable.

What Babu Benoy Kumar has in view is the making of Bengali literature richer by the **translation** into Bengali of "the best literary treasures of the world," as well as of **the works of those original thinkers and investigators in other lands** whose writings have been a permanent contribution to the wisdom of the human race. A very noble object undoubtedly, and one which the scheme he suggests will certainly help the country in realising.

শিক্ষাবিজ্ঞান (The Science of Education)

[২০ খণ্ডে সম্পূর্ণ]

১। শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারের ভূমিকা সহিত, ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত মূল্য ।৵০

২। প্রথম বিভাগ প্রথম খণ্ড—প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা মূল্য ১৲

"আরোহ"পদ্ধতির অধ্যাপনাপ্রণালী অবলম্বিত গ্রন্থাবলী।

(Inductive Method of Teaching Series)

৩। তৃতীয় বিভাগ প্রথম খণ্ড—সংস্কৃত শিক্ষা পাঁচ ভাগে বিভক্ত মূল্য ৩॥০

৪। তৃতীয় বিভাগ দ্বিতীয় খণ্ড—ইংরাজী শিক্ষা মূল্য ২॥০

৫। তৃতীয় বিভাগ তৃতীয় খণ্ড—ভাষা শিক্ষা মূল্য ॥৵০

Says the *Bengalee* on the Aids to General Culture Series; "The main object of this series is educational to impart ideas about European civilization in a systematic way and to arouse an intelligent interest in the study of the works of the master-minds by an attractive tyles of treatment. This will be alike welcome to students in our Arts and Law classes, and invaluable to, our pleaders, managers, agents, Insurance officers, advertisers, canvassers and persons connected with banks and industrial firms &c., in fine, to those general readers who want to get readymade in a short compass the principal ideas about European Civilisation in its manifold aspects and to be a little up-to-date and modern in thought."

PRINTED AT THE **India Press,** *27, Middle Road, Entally, Cal.*